

শুন! রঁশি মুঢ়

মাহফুজুর রহমান আখন্দ



মাহফুজুর রহমান আখন্দ

হৃদয় বাঁশির সুর



মাহফুজুর রহমান আখন্দ

হৃদয় বাঁশির সুর

মাহফুজুর রহমান আখন্দ
দুদয় বাঁশির সুর

প্রকাশক
পরিলেখ
ঐশিক, আব্দুল হক সড়ক
রাণীনগর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী

প্রথম প্রকাশ
১২ ১২ ১২

এছুম্বত
নাজমা আখন্দ

প্রচ্ছদ
ইয়াহিয়া সেলিম

অঙ্করসজ্জা
মাহফুজুর রহমান আখন্দ
মুদ্রণ
পদ্মা অফসেট প্রিন্টার্স
মালোপাড়া, রাজশাহী

মূল্য
একশো পঞ্চাশ টাকা

Hridoy Banshir Shur
Mahfuzur Rahman Akhanda
Published by Porilekh

Cover desgin
Yeahia Salim

Price
150 Taka only

ISBN-978-984-8867-57-0

উ। ৯। স। গ

কবি মতিউর রহমান মল্লিক
প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর
শিল্পী মশিউর রহমান

এবং

অগ্রজ-অনুজ বঙ্গুপজ্জনসহ সকল সংস্কৃতিপ্রেমী
যাদের প্রেরণায় সংস্কৃতির ভূবনে আমার পদচারণা

লেখকের অন্যান্য প্রকাশনা

ছড়ায়ছু
ধনচে ফুলের নাও
মামদো ভূতের ছাও
স্বপ্নফুলে আশুন
ছড়ামাইট (যৌথ)
পদ্মাপাড়ের ছড়া (যৌথ)

লিমেরিক
ওমর হলো ফাঁস

অনুকাব্য
তোমার চোখে হরিণমায়া

শিশুতোষ গল্প
জীনের বাড়ি ভূতের হাড়ি

গবেষণা
রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী

অভিও ক্যাসেট সম্পাদনা ও সঙ্গীত পরিচালনা
ডাক দিয়ে যাই
স্বপ্নীল করতোয়া
জেগে ওঠো
পাখির বাসা, কবি ফররুখ আহমদের ছড়া

সাহিত্যসম্পাদনা
মোহনা, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ছোট কাগজ
সমষ্টি ১৯৯৪-৯৫
বিজয়ের ছড়া ১৯৯৫-৯৬
আল ইশরাক ১৯৮৯

গী। তি। শি। রো। না। ম

হামদ		বোশেখ মাসে	৪২
আকাশের ঐ নীল উদাসী	০৯	জেলে চাঁষী মুটে যাবি	৪৩
কি শুধা ঢেলেছো	১০	গোলাপ রাঙা সাঁঠের	৪৪
ফিকে রঙ পৃথিবীর	১১	পাখিদের উড়াউড়ি	৪৫
অনেক দিয়েছ তুমি	১২	আকাশের ঐ সোনালী	৪৬
ভোর বেলাতে পূৰ্ব আকাশে	১৩	ও মোৰ সোনা চাঁদের	৪৭
গাফুরু গাফফার খোদা	১৪	শহৰ জুড়ে ধোঁয়াৰ নদী	৪৮
ও গো মালিক সাঁই	১৫	শ্যামল মাটিৰ সবুজ	৪৯
খোদা তব দ্বারে তুলেছি দুহাত	১৬	বিৱিবিহিৰি বইছে বাতাস	৫০
ঐ নীল আকাশ	১৭	ভাষার কদৱ বুৰবি যদি	৫১
সবুজ কচি আবেৰ ক্ষেতে	১৮	সোনালী হৱকে সেৰা	৫২
মনটাকে তুমি প্ৰশ়্ন কৱো	১৯	অ আ ক খ বৰ্ণমালা	৫৩
তুমি মালিক তুমি ধালিক	২০	শহীদি গান	
তুমই রহীম খোদা	২১	মুখ তোলো মা চোখ	৫৪
মন্টা আমাৰ দাও	২২	মালেক মায়ুন হাফিজ	৫৫
কত যে সুশোভা প্ৰভৃ	২৩	হাজাৰ মুখেৰ ভীড়ে	৫৬
কেমনে শোকৰ খোদা	২৪	দেখিনি কখনো ওগো	৫৭
আমাৰ মাথা দিলাম নুয়ে	২৫	সকালেৰ সূৰ্যটা কেল	৫৮
আমাৰ মন বাগানে ফুল	২৬	যায়েৰ গান	
নীল আসমান সোনালী	২৭	কাঁদছো কেল দুবিনী মা	৫৯
ও আল্লাহ প্ৰভু আমাৰ	২৮	ভয় কৱোনা মা শপথ	৬০
নাঁতে রাসূল		হৃদয় মনেৰ পঞ্চ পুকুৰ	৬১
ফুলেৰ মতো ফুল হতে চাই	২৯	আমি আকাশে উড়িলাম	৬২
কুকনো মৱা ডালগুলোতে	৩০	লক্ষ চাঁদেৰ হাসি দেখি	৬৩
বিশ্বজুড়ে মধুৰ সুরে	৩১	মাহে রমবাসেৰ গান	
মায়েৰ আদৰ পায়ানি	৩২	আস্সাউমু লী	৬৪
সাগৱেৰ সাথে যদি	৩৩	হাত তুলেছি এই	৬৫
মানুষ তুমি বিশ্বনেতা	৩৪	কি মজাৰ ক্ষণ দিলে	৬৬
চাঁদেৰ চেয়ে সুন্দৰ তুমি	৩৫	গোলাপ রাঙা কেবলা	৬৭
মন মদীনা কাদে	৩৬	ৱহম বাৰা সিয়াম এসে	৬৮
আহলান সাহলান	৩৭	জাগো আগো জাগো	৬৯
আগুনেৰ ঘড় বয়	৩৮	ঈদেৰ গান	
দেশগান		ঈদ মানে মজা কৱা	৭০
মনে পঢ়ে সেই	৩৯	জোসনা বাৰা চাঁদেৰ	৭১
শাদা শাদা কাশবন	৪০	ঈদেৰ খুশিৰ ডাক	৭২
আকাশ নুয়েছে জমিন	৪১	মেঘলা আকাশে	৭৩

আজি খুশির ধারা	৭৪	মনটা আমার	১০০
জাগরণী গান		বাতাস দেখে	১০১
আকাশের বৃক জুড়ে	৭৫	কি করে আমায়	১০২
মানুষের ঘরে ঘরে	৭৬	হতাশ হয়েনা	১০৩
আলসে এ মনটাকে	৭৭	রাতের আঁধার	১০৪
ওরে ও স্বপ্নচারী মাঝি	৭৮	দিন থেকে রাত	১০৫
প্রেম দরিয়া নাম দিয়া	৭৯	টিক টিক করে	১০৬
জেগে থেকে লাভ কি	৮০	দখিনা হাওয়ায়	১০৭
রাতের পরে রাত চলে	৮১	জীবন নদীর নাইয়া	১০৮
পাড়ি দিতে হবে আজ	৮২	জীবন চাকা	১০৯
গুন টেনে টেনে লক্ষে	৮৩	রাতের কালো	১১০
সুবুজের মাঝে ঐ টগবগে	৮৪	ও মনরে তুই	১১১
এখনই আসল সময়	৮৫	জীবন ঘূড়ি	১১২
খালিদের অনুসারি	৮৬	জীবনটা যেন	১১৩
সময় বদলে যায়	৮৭	জীবন জুড়ে	১১৪
আবেদনমূলক গান		ডাল যদি ভেঙে যায়	১১৫
যত বড় বোৰা আমি	৮৮	বিশ্বাসে ভরে দেবো	১১৬
আলেয়ার রঙে ভরা	৮৯	মনের মাঝে ভালবাসার	১১৭
ওরে ও দুনিয়াবাসি	৯০	বৈশাখী গান	
সুতিচারণমূলক গান		এই জীবনে	১১৮
দীনের বাধন যায়	৯১	ছড়াগান	
গনসঙ্গীত		পড়া এবং পড়া	১১৯
শাদা কালো উঁচু নিচু	৯২	ফুলের সুবাস	১২০
মাদকবিরোধী গান		পাতার ভেতর	১২১
তুমি নেশার ঘোরে	৯৩	ঝড় উঠেছে ঝড়	১২২
জীবনমুখী গান		পড়ার সময় পড়া	১২৩
গোলক ধাঁধায়	৯৪	আঞ্চলিক গান	
দুধরঙ শাদা হয়	৯৫	এ বিলু উংক্যা উঠি	১২৪
কি করে বস্তু তুমি	৯৬	হাল জুরব্যার সময়	১২৫
চারিদিকে বৈরি	৯৭	এ বিলু চ মাচ মারব্যার	১২৬
এক ফালি চাঁদ	৯৮	মুই বসে থাকিম	১২৭
আমার মনের নায়ে	৯৯	সার চাউল আর	১২৮

হামদ

আকাশের ঐ নীল উদাসী হাওয়া
মাতাল করেছে এই মন
তোমার ছোয়ায় শাপলা কুঁড়ি
রঙিন করেছে এ জীবন

রূপালী নদীর ঘাট পেরিয়ে
সোনালী ধানের মাঠ পেরিয়ে
শিল্পীত সবুজের গাঁ
মমতা জড়ানো মা
সুবাসিত মনকাড়া না দেখা বাতাস
যায়না ভোলা সেই ক্ষণ

সৃষ্টির কারুকাজ শিল্পের রূপ
অবাক মনটা আমার বিশ্ময়ে চুপ

সুন্দর সৃষ্টির শিল্পী কেমন
দেখতে উত্তলা আজ আমার এই মন
হাশরের সেই ক্ষণে
দেখা দেয়া প্রিয় জনে
জানিনা গো প্রভু আমি পাব কিনা ঠাই
ব্যাকুল অবুবা তাই মন ।

৩১ ০৮ ০৫

সুর: জাহানীর আলম
এ্যালবাম: সবুজ মতিহার (ভিসিডি)
বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হৃদয় বাঁশির সুর ৯ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

হামদ

কি শুধা চেলেছো ওগো দয়াময়
যখন দাঁড়াই জায়নামাজে
শান্তি আসে হৃদয় মাৰে
তোমার রহম ঝারে যেন
জান্মাতেরই খুশবু বয়

দুনিয়াদারী মন্টা আমার যায় ছুটে যায় মাঠে
ক্লান্ত থাকে কাজের চাপে ব্যস্ত নামের হাঠে
দাঁড়াই যখন তোমার তরে
সিজদা গেলে মন্টা ভরে
খুশির ধারা যায় বয়ে যায়
মন্টা ভীষণ শান্ত হয়

দাও গো খোদা মনের কোণে
সত্য স্বপন মেখে
কাজের সাহস দাও পরিবেশ
বিজয় ছবি এঁকে

হৃদয় আমার পায় না খুঁজে দাওগো দেখা তুমি
তোমায় ছাড়া এ মন আমার শুক্ষ ঘরূভূমি
মসজিদেরই জায়নামাজে
চাই গো তোমায় সকল কাজে
তোমায় পেলেই সবই পাওয়া
থাকবে নাকো কোন ভয় ।

হামদ

ফিকে রঙ পৃথিবীর সবুজ তাড়ায়
জীবনের শেষ নদী দুহাত বাড়ায়
সোনা মাখা দিন শেষে
নিকষ কালিমা এসে
পিছু ডাকা ভুলগুলো বিবেক নাড়ায়

পুবের লালিমা এসে ডেকে ডেকে যায়
সিংড়ুরে বিকেল কেন তড়িৎ পালায়
বাসন্তী ঝারে যায়
সতেজতা মরে যায়
কালো ঝড় পৃথিবীর বুকে বয়ে যায়

সোনালী শিশির কণা হিরে হয়ে যায়
জীবনের সব নদী ধীরে বয়ে যায়
তুমি শুধু অক্ষয়
তুমি প্রভু অব্যয়
আর সব যা কিছু ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় ।

১২ ০২ ০৫

সুর: জাহাঙ্গীর আলম

কন্দয় বাঁশির সুর ১১ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

হামদ

অনেক দিয়েছো তুমি
একটি চাওয়া তবু মনের কোণায় তোলে সুর
তুমি যে আমার হবে আমি যে তোমার
কখনো যাইনা যেন দূর -বহুদূর

মায়াময় ধরাধামে এনেছো আমায়
চেকে দিয়ে রহমের চাদরে
বাবা মা ভাই বোন পড়শী স্বজন
ছুঁয়েছে আমায় শত আদরে
সব তো তোমার দান
এই দান অফুরান
তবু কেন মন জুড়ে বেদনার সুর

হৃদয়ের স্বচ্ছতা বঙ্গণে দাও খোদা বাড়িয়ে
যাই না যেন ওগো তোমার রহম থেকে হারিয়ে

দুনিয়ার মায়াজাল বড়ই কঠিন
স্বপ্নের হাতছানি দিয়ে যায়
আলেয়ার ঝলমলে আলোর দিকে
মনটাকে সর্বদা নিয়ে যায়
নিজেকে তোমাতে চাই
তুমি ছাড়া কেউ নাই
বুক জুড়ে দাও খোদা জান্নাতী নূর ।

হামদ

ভোর বেলাতে পূব আকাশে নীলের সাগরে
রঙের তুলি শিল্পী হাতে আঁচড় দিলো কে
তোমার আমার স্রষ্টা যিনি বিশ্ব মালিকে

ঘাসের ডগায় মুক্তো শিশির ঝিলিক দিয়ে ওঠে
জোসনা ভরা তারা ফুলের মিষ্টি হাসি ঠাঁটে
সবুজ চাদর ফুলের মিছিল কে দিয়েছে কে
তোমার আমার স্রষ্টা যিনি বিশ্ব মালিকে

বিলে খিলে শাস্ত জলে শাপলা কুঁড়ি ফোটে
নদীর পানি ঝর্ণাধারা কার ইশারায় ছোটে
সাগর তলে সোনা রূপা মুক্তা দিলো কে
তোমার আমার স্রষ্টা যিনি বিশ্ব মালিকে

বাক বাককুম পায়রাগুলো কী নাম ধরে ডাকে
কার ইশারায় নিকষ আধার পৃথিবীকে ঢাকে
রাতটা ঠেলে প্রদীপ জেলে রাঙিয়ে দিলো কে
তোমার আমার স্রষ্টা যিনি বিশ্ব মালিকে ।

হামদ

গাফুরঃ গাফফার খোদা
রাহীমু কাহহার
মালিকু খালিকু তুমি
কারিমু সান্তার

তীর ভাঙা টেউ আসে ঘর ভাঙা ঝড়
বিপদের শেষ বেলা সকলেই পর
ক্ষমা চাই চাই ও গো
করম্পা তোমার

তুলির অঁচড়ে দিলে
সবুজের মেলা
নদী পাথি ফুল ফল
দুদিনের খেলা

ইবলিশ ধেয়ে আসে তন্দ্রার ফাঁকে
সুখ নামে মরীচিকা বার বার ডাকে
ঠাই দিও তুলে নিও
বুকেতে তোমার ।

১৩ ০৯ ০৪

সুর: মাসুদ রানা

হামদ

ও গো মালিক সাই
এই ভূবনে সবই ফাঁকি
তোমার দেখা চাই

সোনার পাখি ধরতে গিয়ে
ব্যস্ত ছিলাম স্বপ্ন নিয়ে
রঙিন ঘৃড়ি উড়ছে শুধু
সামনে মরু দেখছি ধুধু
তবু ছুটে যাই

উড়ছে বিমান ঘৃড়ছে কলের চাকা
তবু কেন জীবন আমার ফাঁকা

ময়না যে দিন উড়াল দেবে
কে আর আমার বক্সু হবে
সেই দরদী হয়নি চেনা
গাড়ির টিকিট হয়নি কেনা
পথের কড়ি নাই ।

২৫ ০৪ ০৬

হনয় বাঁশির সুর ১৫ মাহফুজ্জুর রহমান আখন্দ

হামদ

খোদা তব দ্বারে তুলেছি দুহাত
কবুল কর প্রভু এই মুনাজাত

সদা সত্য কথা বলি যেন মুখে
ব্যথাতুর হই যেন দুখীদের দুখে
দীনের আমেজে যেন ভোর হয় রাত

লেখা পড়ায় যেন থাকি সচেতন
পুতঃপুরিত্ব হয় যেন মন

বাপ মা গুরুজনে যেন সেবা করি
রাস্লের পথে যেন জীবন গড়ি
কুরানের রাজ ধরায় আনবো আবার
সব দুশ্মনদের করে কুপোকাত ।

১৭ ০২ ৯৪

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: ডাক দিয়ে যাই
সমষ্টয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হন্দয় বাঁশির সুর ১৬ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

হামদ

ঐ নীল আকাশ
এই যে বাতাস
তোমার নামে প্রভু
গান গেয়ে যায় তার মনের ভাষায়

ঐ যে দূরে মেঘের ভেলা
চাঁদের পাশে কত তারার মেলা
তোমার নামে তাসবীহ পড়ে
যায় চলে যায় কোন ঠিকানায়

দোয়েল কোয়েল আর বুলবুলিরা
তোমার নামের সুরে মাতোয়ারা

এই পৃথিবীর শেষ ঠিকানা
জানি কারো নয় অজানা
পাহাড় নদী ঝর্ণা তবু
মিষ্টি সুরে বেঁধেছে আমায় ।

২৮ ০৮ ১৫

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: স্বপ্নীল করতোয়া
সমষ্টি সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হাদয় বাঁশির সুর ১৭ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ହାମଦ

ସବୁଜ କଟି ଆଖେର କ୍ଷେତେ
ବାନ ଡେକେଛେ ବାନ
ଦମକା ହାଓଯା ଚେଉୟେର ତାଲେ
ଜୁଡ଼ାଯ ଆଁଥି ପ୍ରାଣ
ନଦୀର ଜୋଯାର ଡାଙ୍ଗାଯ ଏସେ
ଗାୟ ତୋମାରଇ ଗାନ

ଉଦାର ଆକାଶ ମେଘ କାଜଲେ ସେଜେ
ପ୍ରେମ ଜମାଲୋ ମାଟିର ସାଥେ ବୀନ ବେହାଲା ବେଜେ
ରଙ୍ଗଚଢ଼ା ଲାଲ ଶାଡ଼ିତେ
ଉଚ୍ଛ୍ଵାସିତ ପ୍ରାଣ
ଓ ପ୍ରଭୁ ସବ ତୋମାରଇ ଦାନ

ଆମ ବାଗାନେର ବୋଶେଖ ଡାଲେ
ମିଷ୍ଟି କାଁଚା ସୁର
ମୁଖ ସାଗରେ ଚେଉୟେର ମାତମ
ଜୋଯାରେ ଭରପୂର

ଫୁଲ ବାଗାନେ ତାରାର ହାସି
ମୁଯାଞ୍ଜିନେର ଆଧାନ ଧବନି ମନକାଡ଼ା ବାଁଶି
ସୋନା ରଙ୍ଗେର ଧାନେର ଶୀଷେ
ହଦଯ କାଡ଼ା ତାନ
ଓ ପ୍ରଭୁ ସବ ତୋମାରଇ ଦାନ ।

୦୪ ୦୭ ୦୩

ସୁର: ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଲମ
ଏଯାଲବାମ: ସ୍ବପ୍ନକେ ଖୁଲେ ଦୌଅ
ନିମଜ୍ଞନ ସାଂକ୍ଷତିକ ସଂସଦ

ହଦଯ ବାଁଶିର ସୁର ୧୮ ମାହଫୁଜୁର ରହମାନ ଆବନ୍ଦ

ହାମଦ

ମନଟାକେ ତୁମି ପ୍ରଶ୍ନ କରୋ
କୋଥା ଥେକେ ଏଲେ ତବେ
କୋଥାଯ ଆବାର ଯେତେ ହବେ
କେ ବାନାଲୋ ଧରା ନବତରୋ

ଚାନ୍ଦ ସୁରଙ୍ଗ ଏହ ତାରା
ଛୁଟେ ଚଲେ କାର ଇଶାରାଯ
କାର ହୌଁଯାଯ ଆଲୋକିତ
କୋଥା ଥେକେ ଏତୋ ଜ୍ୟୋତି ପେଲୋ

କୋଥାଯ ଗୋଲାପ ପେଲୋ ଗୋଧୁଲିର ଲାଲ
କିଭାବେ ରାତ୍ରି ଠେଲେ ଆସେ ସକାଳ

ସାଗରେର ତଳଦେଶେ
କୋଥା ହତେ ବିନୁକ ଆସେ
ସୋନା ରକ୍ଷା ହିରେ ମାନିକ
ମାଟି ତଳେ କୋଥା ଥେକେ ଏଲୋ ।

୨୯ ୦୯ ୧୯୭

ସୁର: ମାହଫୂଜୁର ରହମାନ ଆଖମଦ
ଏୟାଲବାମ: ଜେଗେ ଓଡ଼ିଆ
ଅଭିଯାନ ଶିଳ୍ପୀ ଗୋଟୀ, ବନ୍ଦା

ଦ୍ୱଦୟ ବାଣିଜ ସୁର ୧୯ ମାହଫୂଜୁର ରହମାନ ଆଖମଦ

হামদ

তুমি মালিক তুমি খালিক
তুমি রহমান
তোমার দয়ায় ফুল পাখি গায়
নদী বহমান

তোমার নজর সকলখানে
তোমার ছোয়া সকল প্রাণে
ভূলবে তোমায় কে আছে আর
সবই তোমার দান

আকাশ মাটি পাহাড় নদী
ডাকে তোমায় নিরবধি
সাধ্য তো নাই বাইরে যাবার
একই সুরে তান

আঙ্কা আমি এই শুনাহগার
চাই গো দয়া করো গো পার
তুমি ছাড়া কে আর আমার
বাঁচাবে এই প্রাণ ।

০৫ ১০ ০৫

কন্দয় বাঁশির সুর ২০ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

হামদ

তুমিই রহীম খোদা তুমি রহমান
তোমার দয়ার নদী সদা বহমান
পাথিরা উড়ে যায় নীল গগনে
দোল দিয়ে যায় তাই সবার প্রাণে

তোমার রঙের ছাপ দেখি সবখানে
হৃদয়ের জলরং ভোমরার গানে
দুধরঙ শাদা মেঘ আকাশের গায়
জোছনারা খেলা করে মন আঙ্গিনায়
খুঁজে ফিরি সব খানে জীবনের মানে

শৈল্পিক কারুকাজ ফসলের মাঠে
মাবির কষ্টে মধু পদ্মার ঘাটে
তোমার মননে সব মিল খুঁজে পাই
জীবনের গান তাই গেয়ে চলে যাই
আমিও পাগল সেই মিলনের টানে

২০ ০৯ ০৯

সুর: জাহাঙ্গীর আলম

হৃদয় বাঁশির সুর ২১ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

হামদ

মনটা আমার দাও খালিয়ে প্রভু
জীবন চলার ঘূর্ণিপথে
তোমার মতে নবীর পথে
থাকি যেন সকল সময়
ভুল করি না কভু

বাধার পাহাড় যতই আসুক বড়
আবুকরের মনটা বুকে দিও
অনেক পাবার লোভটা আসে যদি
উমার উসমান সঙ্গী করে দিও
আলীর মতো বুদ্ধি দিও
পথ দেখাতে তবু

সময় এখন দৃঃসময়ে ঘেরা
তোমার পথে চলা কঠিন
তার'চে বড় কঠিন প্রভু
তোমার পথে ফেরা

বদর উহুদ তাবুক আসে যদি
বুকের মাঝে হামজা খালিদ দিও
এই দুনিয়ার মোহমায়া ভুলে
জান্নাতেরই খুশবু মনে দিও
অটল রেখো তোমার পথে
সব হারালেও তবু ।

হামদ

কত যে সুশোভা প্রভৃ দিয়েছ তুমি
পাহাড় সাগর নদী সমভূমি

আকাশের কোল ছুয়ে পাহাড়ের ঘুম
মেঘের পরশে যেন কপোলের চূম
ঝর্ণার গানে গানে তোমার শোকর
অবুবা কেবল এই অধম আমি

শান্ত সুবোধ এই ইনানীর জল
সাগরের বুকে বয় খুশি টলমল
চেউগুলো গেয়ে যায় তোমারই গান
সকাল সঙ্কা সারা দিবসযামী

মাঠ জুড়ে হাসি মাখা সবজের চেউ
এমন সুশোভা দিতে পারবে কি কেউ
সিজদায় নত হয় কপাল আমার
কবুল করো ওগো অন্তর্যামী ।

হামদ

কেমনে শোকর খোদা করি যে তোমার
ভাষা খুঁজে পাই না আমি
কত সুষ্মায় তুমি বানালে আমায়
ভাবি গুধু দিবা যামি

এই দুটি চোখ দিয়েছো আমায় প্রভৃ
বানালে কতই যতনে
পর্দা দিলে তার বাঁচাতে চোখের তারা
ভুরু দিলে কতো রূপ ভালবাসাতে
মুখ কান নাক দিলে কতো না যতন করে
ভেবে ভেবে কোন ভাষা পাই না যে আমি

মগজের তারণলো কতটা সুস্থ বলো
কল্পনা করা নাহি যায়
চামড়ার লোমকোষে কত যে করণ্ণা শোষে
বলো না কিভাবে ওগো গড়লে আমায়

কল্পনা শক্তিটা কোথা থেকে আসে বলো
কেমনে যে বুঝি সব স্বাদ
হাত পা আঙুলে কতো মজার নখ দিলে
কোনটা যে বলি খোদা সব তবু পড়ে যায় বাদ
তবুও পারি না খোদা চলতে তোমার পথে
ক্ষমা করে দিও ওগো অন্তর্যামি ।

হামদ

আমার মাথা দিলাম নূয়ে
তোমার মহান পায়ে
রহম করো ওগো দয়াল
উঠাও তোমার নায়ে

সারা জীবন পাপ করেছি
পথ চলেছি ভুলে
পাপের কথা হৃদয় কোণে
উঠছে দুলে দুলে
আমি তোমার দয়ার কাঙাল
পাপের বোৰা দাও সরে দাও
শান্তি সুখের বায়ে

মনটা জুড়ে ঝড়ো হাওয়া
উথাল পাথাল ঢেউ
ভূমিই পারো শান্তি দিতে
আর পারেনা কেউ

মন ভোমরা উড়তো আমার
রঙিলা ফুল বনে
দিন ফুরালো সঙ্গ্যা এলো
ভয়ের নিশান মনে
পূর্ণ করো মনের আশা
জান্মাতেরই খুশবু দিও
রাইখো আরশ ছায়ে ।

ହାମଦ

ଆମାର ମନ ବାଗାନେ ଫୁଲ ଫୁଟେଛେ
ଗୋଲାପ ବେଳି ଚନ୍ଦନା
ମନେର ସୁଖେ ଗାଇବୋ ଆମି
ଆଲ୍ଲାହ ତୋମାର ବନ୍ଦନା

ନଦୀର ମତୋ ଜୀବନ ଆମାର
ଚଲଛେ ବୟେ ଭାଟିର ଟାନେ
ଚାଇ ଭାସାତେ ମନେର ତରୀ
ତୋମାର ଦୟା ସୁଖେର ଗାନେ
ଫୁଲେର ବନେ ମୌମାଛିଦେର
ସୁରେର ଖେଲା ମନ୍ଦ ନା

ମନପାଖିଟା ଭୀଷଣ ଅଭିମାନି
ସୁଖେର ଦୋଳାୟ କମତି ହଲେଇ
ଚୋକ୍ଷେ ଆନେ ପାନି

ସୁଖେର ହାଓଯାୟ ପାଲ ତୁଳେଛି
ହାଲଟା ଦିଯେ ତୋମାର ହାତେ
ଝଡ଼ର ମାତମ ଉଠିଲେ ଦୟାଳ
ରହମ ଦିଓ ଥାଇକୋ ସାଥେ
ତୋମାର ପ୍ରେମେର କାଙ୍ଗଳ ଆମି
ମନେର ଦୂଯାର ବନ୍ଧ ନା ।

হামদ

নীল আসমান সোনালী সুরক্ষ নদীর সুরেলা গান
পাখিদের সূর
আহা কী মধুর
তোমার করুণা শান্তি আবেশ আলাহু সুবহান
ঘরে ঘরে দাও সেই সুষমা শান্তি সুখের দিন

বন্তির কোণে যে সব মানুষ ফ্যাকাশে আকাশ দ্যাখে
স্বপ্নগুলোকে গোছাতে পারে না ব্যর্থ কবিতা ল্যাখে
ইশ্টিশনে যে অসহায় বহে জীবনের ঝণ
তাদের ভাগ্যে এনে দাও খোদা সোনালী ঈদের দিন

কিষাণ কিষাণি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বের করে আনে সোনা
করে শেষ হবে তাদের জীবনে হতাশার দিন গোনা
পঙ্কু জীবন সহিতে পারে না ভিক্ষার থলে হাতে
সোনালী ঈদের পরশ মিলাও সেই দুখীদের সাথে

শিতল গাঢ়িতে শিতল বাঢ়িতে যারা করে বসবাস
ভালবাসা মেখে সে সব হন্দয় এনে দাও চারিপাশ
শান্তি সুখের সমাজ এবং আনতে সুখের দিন
এক করে দাও মনটা সবার রাববুল আলামিন ।

হামদ

ও আল্লাহ.....প্রভু আমার
মাফ করে দাও এই পাপীরে
মহান রোজার মাসে
যে মাস জুড়ে দিনে রাতে
ক্ষমার সুযোগ আসে

পাপ সাগরে সাতার দিয়ে জীবন গেল কেটে
অনুত্তাপের অঞ্চল আমার ঝরছে দুচোখ ফেটে
তুমি গফুর ক্ষমার আধার
মাফ করে দাও পাপের পাহাড়
হাত তুলেছে দাসে

ক্ষমার আশায় হাত পেতেছি প্রভু
আমি অধম মহান তুমি
ফিরাও না কভু

রোজা নামাজ যা করেছি কইরো গোরের বাতি
পরপারের নিদান কালে তুমি থেকো সাথী
রাইয়্যানেরই ভাগ্য দিও
আদর দিয়ে কাছে নিও
রাইখো তোমার পাশে ।

ନାଁତେ ରାମୁଳ

ଫୁଲେର ମତୋ ଫୁଲ ହତେ ଚାଇ
ଫୁଲେର ମତୋ ଫୁଲ
ଯେ ଫୁଲ ପେଲୋ ନବୀର ପରଶ
ଗନ୍ଧ ଯାର ଅତୁଳ

ଫୁଟିଲୋ ଯେ ଫୁଲ ମରଣ ବୁକେ
ମଙ୍କା ମଦୀନାତେ
ମୁକ୍ତି ସୁବାସ ଛଡିଯେ ଦିଲୋ
କାବାର ପଥେ ପଥେ
ବିଶ୍ୱ ମାନୁଷ ମାତୋଯାରା
ନେଇ ଯେ ତାହାର ତୁଳ

ଆକାଶ ଜୁଡ଼େ ତାରାର ମେଲା
ପାଖିର କଷ୍ଟେ ସୁରେର ଖେଲା
ବୃକ୍ଷ ତରକୁ ସାଲାମ ଜାନାଯ
ବିଶ୍ୱ ଜୁଡ଼େ ଖୁଶିର ମେଲା

ସକଳ ଶିଶୁର ବକ୍ଷୁ ତିନି
ଗରୀବ ଦୁଖିର ସାଥୀ
ଦୁ'ଜାହାନେର ନେତା ତିନି
ଆଧାର ଧରାଯ ବାତି
ଚିନତେ ତାରେ ବନେର ପଣ୍ଡ
କରେନି ତୋ ଭୁଲ ।

୦୮ ୦୫ ୦୩

ସୁର: ମାସୁଦ ରାନ୍ବା
ଏୟାଲବାମ: ବକ୍ଷୁ (ଟେଲିଫିଲ୍ମ)

ହଦୟ ବାଣିଜ ସୂର ୨୯ ମାହଫୁଜୁର ରହମାନ ଆଖନ୍ଦ

ନାଟେ ରାସ୍ତେ

ଶୁକଳୋ ମରା ଡାଲଗୁଲୋତେ
ସବୁଜ ପାତାର ଟେଟୁ
ମେଘେର ଦେଶେ ସରବ ଧବନି
ଆସଲୋ ଧରାଯ କେଉ

ପାତାର ଫାଁକେ ଫୁଲେର ହାସି
ଛନ୍ଦ ମାଖା ଗାନ
ଭୋମରା ନାଚେ ପାଖନା ମେଲେ
ଖୁଶିର ଅଭିଧାନ
ବନ ବନାନୀ ସବୁଜ ଘାସେ
ସୁବାସ ଛଡାଯ ମୌ

ରାସ୍ତେ ନାମେର ଖୁଶବୁ ଧବନି
ସଜିବ କରେ ବନ
ତୁରାଇ ହଦୟ ମନ
ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲାର ହାବୀବ ତିନି
ପ୍ରେମ ସାଗରେର ଟେଟୁ ।

୨୨ ୦୪ ୦୫

ହଦୟ ବାଣିଶ ସୁର ୩୦ ଯାହଫୁଜୁର ରହମାନ ଆଖନ୍ଦ

নাটকে রাসূল

বিশ্বজুড়ে মধুর সুরে প্রিয় নবীর নাম
যারে গেয়ে মন ভোমরা, গা রে অবিরাম

জীবন রাহে চলতে গিয়ে
এই নামেরই মধু পিয়ে
খুশি মনে ফেলরে ও মন
বুকের যত ঘাম

আলেয়ার পিছে হতাশ যারা
ঈমান আমল সর্বহারা
নয়ন যুগল আয়রে মেলে
পুরবে মনোক্ষাম

আয় হতাশায় আগুন জুলি
শুকনো শাখায় ফাগুন ঢালি
তাঁর পরশে পাবিরে তুই
এই জীবনের দাম ।

১২ ০৮ ৯৫

সুর: মাহফুজুর রহমান আব্দ

এ্যালবাম: ডাক দিয়ে যাই

সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হনম বাঁশির সুর ৩১ মাহফুজুর রহমান আব্দ

নাট্তে রাসূল

মায়ের আদর পায়নি যে জন
পায়নি পিতার দেখা
সেই সে তুমি প্রিয় নবী
মধুর ভাগ্য লেখা

ফুল বাগানের সেরা সে ফুল
ফুটলে মরণ বুকে
মুক্তি সুবাস ছড়িয়ে দিলে
সুরের বাণী মুখে
প্রিয় নবী রবির রবি
দিও একবার দেখা

হেরার ধ্যানে যে নূর পেলে
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিলে

মুসলমানের বাস্তুভিটায়
বুলেট বোমা ফোটে
অনাথ এতিম মজলুমানের
কান্না শুধু জোটে
রাসূল তুমি রাস্তা দেখাও
চাই সে নূরের দেখা ।

নাট্তে রাসূল

সাগরের সাথে যদি খুঁজি উপমা
তোমার হৃদয় মোর চোখেতে ভাসে
মনের খাতায় যদি লিখি কোন নাম
আহমদ প্রিয় সে বার বার আসে

পাখিদের গানে আর গাছের পাতায়
মোহনীয় ছবি রঙতুলির খাতায়
কাছাকাছি বহুদূরে
সব ছবি সব সুরে
তোমারই সে প্রিয় নাম সুরে সুরে ভাসে

পাপমাখা মনটাকে তোমাতে যে রাখতে চাই
দূরে ঠেলে দিও নাকো দয়া করে দাও ওগো ঠাই

অসহায় কাঁদে সব পৃথিবীর কোণে
কেউ নেই দরদি সব কথা শোনে
জুলুমাত করে তাড়া
কেউ নেই তুমি ছাড়া
তুমি সেই দরদি দাঁড়াতে পাশে ।

১৯ ০৯ ০৪

সুর: মশিউর রহমান

হৃদয় বঁশির সুর ৩৩ মাহফুজ্জুর রহমান আহমদ

নাঁতে রাসূল

মানুষ তুমি বিশ্বনেতা
শ্রেষ্ঠ নবী রাসূলুল্লাহ
সকল সৃষ্টির সেরা তুমি
বাদশাহ তুমি হাবীবুল্লাহ

তুমি যখন আসলে ধরায়
কেঁপেছিল ইরান শাহীর শীষমহল
আসমানের ঐ গ্রহ তারা
আকাশ জমিন মাত করেছে করে কোলাহল
বিজ্ঞী নূরে চমকে ওঠে
কাবা শরীফ বায়তুল্লাহ

মা আমিনা ধন্য হলো
ধন্য হলো সকল সৃষ্টি বিশ্বময়
জাহেলিয়াত টুটে গেল
দুঃখের সময় কেটে এলো সুখ সময়
সেই সে সময় আনতে আবার
শক্তি সুযোগ দাও আল্লাহ ।

ନାଟ୍ରେ ରାସ୍ତା

ଚାଁଦେର ଚେଯେ ସୁନ୍ଦର ତୁମି
ଆକାଶ ତୋମାର ବୁକ
ବଞ୍ଚୁର ଚେଯେ ବଞ୍ଚୁ ତୁମି
ତୋମାର ପରଶେଇ ସୁଖ

ଆଧାର ଧରାଯ ଆନଳେ ଆଲୋ
କୁରାନ ନାମେର ନୂର
କଷ୍ଟେ ତୋମାର ମଧୁର କୋରାସ
ମୁକ୍ତି ଗାନେର ସୁର
ସେଇ ମେ ସୁରେ ମାତଳୋ ଧରା
କାଟଳୋ ଆଧାର ଦୁଖ

ସବୁଜ ବନେର ମୁକ୍ତ ପାଖି
ତୁଲଛେ ମାତମ ତୋମାଯ ଡାକି
ତୋମାର ସୁରେ ବାତାସ ନାଚେ
ଫୁଲ କାନନେ ମାତାମାତି

ତୋମାର ପାଯେର ପରଶ ପେତେ
ବ୍ୟାକୁଳ ଆଜଓ ମରନ୍ତର ବାଲି
ଯୁଦ୍ଧ ଖୋଲା ନେଶାର ଯୁଗେଓ
ପ୍ରେମ ଛଡ଼ାଲେ ଫୁଲେର ଡାଲି
ସେଇ ମେ ସୁଥେର ଫୁଲେଲ ସୁବାସ
ଚାଇ ମେ ସୋନାର ଯୁଗ ।

ନା'ତେ ରାସ୍ତା

ମନ ମଦୀନା କାନ୍ଦେ ଆମାର ହଦୟ ଦୁଇର ଥୁଲେ
ଓଗୋ ଆମାର ପରାନ ପ୍ରିୟ
ସ୍ଵପ୍ନେ ହଲେଓ ଦେଖା ଦିଓ
ତୋମାଯ ପେଲେ ମନେର କାବା ଭରବେ ରଙ୍ଗିନ ଫୁଲେ

ତୁମି ହାବୀବ ସବାର ଆପନ ରାହ୍ମାତାଲ୍ଲିଲ ଆଲ ଆମିନ
ନବୀର ନବୀ ସବାର ସେରା ସାଇଯେଦୁଲ ମୁର୍ରସାଲିନ
ତୁମି ପ୍ରିୟ କାମଲିଓୟାଳା
ଦୁଃଖି ଜନେ ସୁଖେର ମାଳା
ଆମରା ପାପି ଉମ୍ମତ ତୋମାର ତରୀତେ ନାଓ ତୁଲେ

ହାସନା ହେନା ଗୋଲାପ ବେଲୀ
ଶିମୁଲ ପଲାଶ ଜୁଇ ଚାମେଲୀ
ଫୁଲେର ସେରା ଫୁଲ ଯେ ତୁମି
ତୁମି ବିନେ ମନେର ବାଗାନ ହୟ ଯେ ମରକ୍କତୁମି

ଭୁଲେର ପଥେ ପା ରେଖେଛି ଅଠେ ପାପେର ନଦୀ
ତବୁ ଥାକି କ୍ଷମାର ଆଶାଯ ତୋମାଯ ପାଇଗୋ ଯଦି
ମଓଳା ଯଥନ ହିସେବ ନିବେ
ତୋମାର ହାତେ କାଉସାର ଦିବେ
ଦୟାର ଚୋଥେ ଦେଖୋ ତୁମି ଯେଓନା କୋ ଭୁଲେ ।

୦୮ ୧୨ ୦୬

ସୂର: ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଲମ

ହଦୟ ବାଣିର ସୂର ୩୬ ମାହଫୁଜୁର ରହମାନ ଆଖନ୍ଦ

ନା'ତେ ରାସୂଳ

ଆହଲାନ ସାହଲାନ ମାରହାବା
ଆସ ସାଲାମ ଇଯା କାମଲିଓଯାଲା

ମରକ ବନେର ଗୋଲାପ ତୁମି
ତୁମି ଦୟାର ନବୀ
ଦୁଖୀର ସାଥୀ ସୁଧିର ସାଥୀ
ଭାଲବାସାର ଛବି
ପ୍ରେମ ଦରିଯାର ଫଳଙ୍କ ତୁମି
ମିଟାଓ ସକଳ ଜ୍ଞାଲା

ସକଳ କାଳେର ଆବୁ ଜାହେଲ
ଭୀତ ତୋମାର ନାମେ
ମଜଙ୍ଗୁମାନେର ପ୍ରିୟ ତୁମି
ନିର୍ବିଲ ଧରାଧାମେ
ମୁକ୍ତି ପାଗଳ ସବାର ଗଲେ
ତୁମି ହିରେର ମାଳା

ହାସ୍‌ସାନ ହାଫିଜ ଇକବାଲ କୃଷ୍ଣୀ
ନଜରଳ ଫରରଥ
ତୋମାଯ ନିୟେ କାବ୍ୟ ଲିଖେ
ମିଟିଯେଛେ ଦୁଖ
ଶିଙ୍ଗୀ କବିର ଧ୍ୟାନ ଯେ ତୁମି
ତୁମି ସୁଖେର ମାଳା ।

ନାଁତେ ରାସୁଳ

ଆଗୁନେର ଝଡ଼ ବୟ ରୋଦେଲା ଦୁପୁର
ଭୁଟ୍ଟାର ଥିଇ ଫୋଟେ ତଣ ବାଲିତେ
ବାଦ୍ୟେର ତାଲେ ତାଲେ ଘୁଞ୍ଜର ନୃପୁର
ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେନ କୃଷ୍ଣ କାଲିତେ

ରଙ୍ଗିନ ଉକାଜ ଆର ନେରୋଜ ମେଲା
ମାନୁଷେର ହାଟେ ଦେଖି ପଞ୍ଚଦେର ଖେଲା
ଯୁଦ୍ଧ ମଦ୍ୟ ନାରୀ
ଶକ୍ତିର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି
ଅପରାଧ ଛେଯେ ଆଛେ ଅଲିତେ ଗଲିତେ

କାନ୍ନାର ଢେଉ ଓଠେ ପାହାଡ଼ର ଗାୟ
ସମାଜେର ଭିତ ନଡ଼େ ହାଲକା ହାଓଯାଯ
ନିକଷ ଆଁଧାର ଥେକେ କରଣ ଏକ ବୀଣ
ଚାରିଦିକେ ତମସା ରାତ କିବା ଦିନ

ପାହାଡ଼ର କୋଳ ଘେଷେ ଉଠେ ଆସେ ନୂର
ମାନୁଷେର ମୁଖେ ମୁଖେ ତାଓହିଦି ସୁର
ମୁଛେ ଗେଲ ହାନାହାନି
ଭାଲବାସା ଜାନାଜାନି
ତମସା ପାଲିଯେ ଗେଲ ଧୂସର ବାଲିତେ ।

দেশগান

মনে পড়ে সেই সে মধুর ক্ষণ
হৃদয় পুড়ে পরান জুড়ে
মিষ্টি মধুর বাঁশির সুরে
নেচে ওঠে বাউলা তালে মন

গায়ের বাঁকে তেলেনবিলের হাসি
বকের সারি রাখাল ছেলের বাঁশি
সেই মধু গাঁ চোখের কোণায় ভাসে
বুকের মাঝে মনের মাঝে সুখের ছবি হাসে
যায় ছুটে যায় আকুল করা মন

নদীর ধারে বাঁশের বাগান
বট পাকুরের ছায়া
মায়ের মতো আদর মাখা
ভালবাসার মায়া

আর দেখিনা সেই সে গায়ের পাখি
আর শুনিনা রাখাল বাঁশি সুরের মাখামাখি
ইট পাথরের শহর জুড়ে ধোয়া
নেই কো মায়ের আদর মাখা ছোয়া
স্বপ্ন ঝড়ে কাঁপছে এখন মনের সবুজ বন ।

দেশগান

শাদা শাদা কাশবন বাঁশবনে ঝিরিঝিরি হাওয়া
শিউলির সৌরভে
সুর তাল তৈরবে
মন জুড়ে দোলনা গান খুঁজে পাওয়া

বিলে বিলে শাদা বক মাছদের ঘূম
জোসনারা খেলা করে রাত্রি নিমুম
শেয়ালের ডাক যেন কোরাস গাওয়া

মিঠে মিঠে রসগুড় রোদেলা দুপুর
বিকেলের বাঁশবনে পাথির নৃপুর
হলুদ সরষে বনে মধুর নাওয়া

দুই চোখ দেখে যায় সবুজের মাঠ
পাল তোলা বজরা গোসলের ঘাট
মায়ের আঁচল জুড়ে স্বদেশ ছাওয়া ।

দেশগান

আকাশ নুয়েছে জমিন ছুয়েছে
মিতালী আকাশ বন
মেঘের পাখিরা পাল তোলা নাও
উদাসী করেছে মন

বটের ছায়া বাড়ায় মায়া
কালাপানি নদীর বাঁক
পাখিদের রানী কালা কইতর
নয়া কোকিলার ডাক
মায়ের বকুনী আঁচলের ছায়া
হায়রে মজার ক্ষণ

ভুলিতে পারিনা বাপের শাসন
ভাইয়ের আদুরে মায়া
মন জোছনায় ফিরে ফিরে আসে
পিছু জীবনের ছায়া

ফসলের মাঠে সবুজের ঢেউ
বোনের মায়াবী মুখ
বাঁকা মেঠো পথ কেঁদে কেঁদে ডাকে
বাড়ায় স্মৃতির দুখ
গাঁয়ের ওপাশে বস্তুয়া থাকে
কতনা আপন জন।

দেশগান

বোশেখ মাসে মনের মাঝে
বৃষ্টি তুফান ডাকে
নয়া পানি যায় গড়িয়া
শুকনা নালা যায় ভরিয়া
পরান ছুঁটে নদীর ধারে
উজান মাছের ঝাঁকে

কাউন বনে পাটের ক্ষেতে
তৌড়া পেলি দাঢ়িকি পেতে
মাছের নেশায় ব্যস্ত ভীষণ
কালাপানির বাঁকে
উজান মাছের ঝাঁকে

শ্যামলা গাঁয়ের আইল্যা ঘাটা
সবুজ ধানের মাঝে
বকের সারি আকাশ দোলায়
মেঘলা বিকেল সাঁবে

আমের শাখে লিচুর ডালে
মন নেচে যায় বাউলা তালে
বাঁশ বাগানে রশিক কোকিল
গানের সুরে ডাকে
উজান মাছের ঝাঁকে ।

দেশগান

জেলে চাষী মুটে মাঝি
কইরে তোরা কইরে
ফারাক্কা বাঁধ ভাঙতে হবে
একসাথে দে হৈ রে

বাঁধ ভাঙবো আনবো পানি
দেশ বানাবো স্বর্গ রানী
চাষী ভাইরা বের করে নে
লাঙল আৱ মই রে
ফারাক্কা বাঁধ ভাঙতে হবে
একসাথে দে হৈ রে

মাছে ভাতে বাঙালী
আজকে কেন কাঙালী
কারা আসল সর্বনাশা
সত্য কথা কই রে
ফারাক্কা বাঁধ ভাঙতে হবে
একসাথে দে হৈ রে ।

১৪ ০৪ ৯৫

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: স্বপ্নীল করতোয়া
সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

কল্পনা বাঁশির সুর ৪৩ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

দেশগান

গোলাপ রাঙা সঁরের আকাশ
পাখির ডানায় ভোর
চোখ বাঁজালো বোশেখ দুপুর
খুলুক রাতের দোর

মিষ্টি দাদুর গল্ল শুনি
নিত্য সবুজ স্বপ্ন বুনি
চিলের পাখায় আকাশ ফুঁড়ে
চাই যেতে চাই অচিনপুরে
রাতের আঁধার নিকশ কালো
বাড়ায় ঘুমের ঘোর

গাছ গাছালী লতায় পাতায়
কিংবা আমার ছবির খাতায়
প্রজাপতি শালিক ডানায়
আমার মায়ের দেশটি মানায়
এদেশ আমার স্বপ্ন ভূমি
চাইয়ে আলোর ভোর ।

১১ ০৬ ০৫

সুর: জাহাঙ্গীর আলম
ভিসিডি: সবুজ মতিহার
বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

কল্পনা বাঁশির সুর । ৪৪ মাইক্রোফোন রহিমান আখন্দ

দেশগান

পাখিদের উড়াউড়ি
ফুল ফোটা গক্ষ
পেতে চাই আজীবন
মননের ছন্দ

গোলাপেরা জুই বনে করে হাসাহাসি
ভোমরের শুণ্জনে ভালোবাসাবাসি
মেঘ ওড়ে সারি সারি
নেই কোন বাড়াবাড়ি
হোক ভাল মন্দ

বাংলার মাঠে মাঠে সবুজের মেলা
দমকা হাওয়ার নদী চেউয়ের খেলা
হৃদয় গালিচা ঘাসে
বার বার ফিরে আসে
ভুলে সব দম্ব ।

১৪ ০২ ০৫

সুর: জাহাঙ্গীর আলম
ভিসিডি: মননের ছন্দ
বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হৃদয় বঁশির সুর ৪৫ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

দেশগান

আকাশের ঐ সোনালী রোদ
যেন সোনার মেলা
মেঘের সাথে করে শুধু
লুকোচুরি খেলা

ডালিম গাছে ডাকে ঐ পিউপিউ পাপিয়া
বোপবাড়ে ওড়ে কোকিল কৃত্তকৃত্ত ডাকিয়া
ঘরের চালে দোয়েল ডাকে
লেবু গাছে ফিঙে নাচে
হৃদয়ে দেয় দোলা

ডানা মেলে উড়ে যায় বকের সারি ঐ
দেখরে এসে দামাল ছেলে কইরে তোরা কই

শাপলা শালুক ফুটে আছে বিল ঝিলের মাঝে
মুয়াজ্জিনের আযান শুনি সকাল দুপুর সাঁওঁ
ঝর্নাধারা ছুটে চলে
বাংলাদেশের কথা বলে
করে না কো হেলা ।

১০ ০৯ ১৩

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: ডাক দিয়ে যাই
সমগ্র সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হৃদয় বঁশির সুর ৪৬ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

দেশগান

ও মোর সোনা চাঁদের গাঁও
বুকের মধ্যে ছটফটানী
চোখ ভরিয়া আসে পানি
তোর কথা যে মনে হলে
শান্তি মুই না পাঁও

নদীদ ধারত বাঁশের খোপ
শাদা কাশ্যার বন
বক শেয়ালের ডাকাডাকি
ও ক ক্যামনে থাকে মন
ছলাত ছলাত ভাইসা চলে
ডিঙি বজরা নাও
ও মুই ক্যামনে শান্তি পাঁও

ধূম্যা ধূল্যা ইটের শহর
ব্যস্ত কাটাম দিন
মায়ের মুখটা মনে হলে
ও মোর বুক করে চিনচিন
ওরে থাকলে পাখা যাতুন উড়া
কোনঠে পাখা পাঁও
ও মোর সোনা চাঁদের গাঁও ।

০১ ০৭ ০৪

সুর: রানা মাসুদ

দেশগান

শহর জুড়ে ধোয়ার নদী
মিষ্টি বাতাস নাই
ইটের মাঝে সুরের পরশ
কেমনে খুঁজে পাই

জীবন এখন কলের মতো
চলে দিনে রাতে
শুকতারাটাও ব্যস্ত কাজে
নেই তো সময় হাতে
ডাকলে বলে রাতের আকাশ
শোনার সময় নাই

গাঁয়ের বাঁকে বাঁশের ঝাড়ে
কালাপানি নদীর ধারে
মন ছুটে যায় পাখির মতো
স্বপ্ন দেখি অবিরত

ফুলের সুবাস বন বাদারে
কাদার ঘিঠে গন্ধটারে
যায়নি আজো ভোলা
শালুক পাতায় ডাঙ্ক হাঁটে
দেয় হৃদয়ে দোলা
মনটা বলে সেই না গাঁয়ে যাই ।

দেশগান

শ্যামল মাটির সবুজ মায়া
কেড়ে নিয়েছে মন
লাল সবুজের নিশান আমার
কত যে আপন জন

ভূলতে পারিনি রক্তের দাগ
বোনের চোখের পানি
সোনার সে মাটি কেড়ে নেবে আবার
কেমন করে গো মানি
আমার বন্দরে কারা আসে ফের
কার সে আপন জন

পদ্মা শুকালো মেঘনা শুকালো
যমুনায় বালু চর
ছিট মহলের বঙ্গুরা আজো
রয়ে গেলো হয়ে পর
কোথায় ওগো মুক্তিসেনারা
উজার হলো যে বন ।

দেশগান

ঝিরিঝিরি বইছে বাতাস
গাছের শাখে শাখে
গায়ের বধু নদীর ঘাটে
কলসী কাঁখে কাঁখে
শ্যামলা গায়ে যায় ছুটে যায় মন

পথের ধারে বুনো ফুলের মৌ
দরজা ফাঁকে ঘোমটা টানা বৌ
মায়ের আদর বোনের হাসি
বাবার শাসন ভালোবাসি
টানছে আমায় হৃদয়কাঢ়া ক্ষণ

থাকছি পড়ে শহর মহল্লায়
মনটা আঁকে গায়ের ছবি
চোখের কিনারায়

জারি সারি বৈঠকী গান
পুঁথির আসর জুড়ায় পরান
শীতের পিঠা খেজুর গুড়
ভাটিয়ালী মিষ্টি সূর
হায় মানেনা আমার অবুব মন ।

দেশ ও ভাষার গান

ভাষার কদর বুঝিবি যদি
আগুন ঝরা ফাগুনে
পথের নৃড়ি কালো পিচে
রক্ত কণা যা শুণে

মেরুন রঙয়ের ডালিয়া
রক্ত গোলাপ শিমুল হাসে
তপ্ত সে খুন ঢালিয়া
মায়ের বুকের কান্না শুনে শুনে

চেরি পলাশ লাল ফুলেতে
গানের ভোমর জুটক এসে
পাতাবাহার কিংবা গাঁদায়
বাজুক খুশির তালিয়া

রক্ত ঝরা একুশ
খোদার সুরে গান শেখাতে
ত্যাগের খাতায় নাম লেখাতে
দে এনে দে শুকনো শাখায়
মূল্যবোধের সে কুশ
দেশটা এখন জ্বলছে তুসের আগুনে ।

২১ ০২ ১৯

সুর: মাসুদ রানা
এ্যালবাম: মেঘমুক্ত আকাশ
সমষ্টয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হৃদয় বাঁশির সুর ৫১ মাহফুজ্জর রহমান আখন্দ

ভাষা ও দেশের গান

সোনালী হরফে লেখা বর্ণমালা
আমার মায়ের কথা কয়
রক্তের দাগ নিয়ে ওড়ে পতাকা
উঁচু মাথা নোয়াবার নয়

তোমরারা ফুল বনে গান গেয়ে যায়
ডালে ডালে পাখি তোলে সূর
হৃদয়ের কোল জুড়ে নীলিমার ঢেউ
সুরের বিজয় আনে ছন্দ নৃপুর
কবিতার বুক জুড়ে বিজয়ের ডাক
নতুন সুরের তালে সুবাতাস বয়

স্বপ্নের মৌ বনে হায়েনার ডাক
ছিড়ে খাবে অ- আ ছবির খাতা
দিন রাত পাহারায় লক্ষ সেনা
নাচবে শাখায় শাখায় নতুন পাতা
আঁকবে নতুন ছবি স্বপ্নের দেশ
তোমার ছেলেরা মাগো হারবার নয় ।

২৮ ০১ ১২

সূর: মশিউর রহমান
এ্যালবাম: বর্ণমালা
অনুপম সাংস্কৃতিক সংসদ

হস্ত বাঁশির সূর ৫২ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ভাষার গান

অ আ ক খ বৰ্ণমালা
বুকের গভীরে আনে শক্তি
শহীদের রক্ত যাবে না বৃথা
দিনে দিনে বাঢ়বেই ভক্তি

জন্মের পরে পরে বাবা মার মুখে শিখি ভাষা
মাটি আর মানুষের পরশে পরশে গড়ি আশা
আশাচ শাওনে আনি স্বপ্ন দেখার নয়া বান
বুকে বুকে তুলে আনি বিজয়ের কল্পনা শক্তি

বিশ্বাসে নিশ্চাসে উঠে আসে জীবনের ছবি
নজরকল ফররূখ বাংলা ভাষার শত কবি
করে দেয় পথ চেনা জীবনের লেনা দেনা
ইহকালে পরকালে পেতে চাই সফলতা মুক্তি ।

শহীদি গান

মুখ তোলো মা চোখ মুছে নাও
আর কেঁদো না তোমার ছেলের জন্য
সেতো দীনের পথে শহীদ হয়ে জীবন করেছে ধন্য
ও মা আর কেঁদো না তোমার ছেলের জন্য

দ্যাখো মা, আমীর হামজা কলিজা দিয়েছেন বলে
কোটি হামজা দেখেছি
তোমার ছেলেদের পথ ধরে মাগো
রক্তে এ নাম লেখেছি
মালেক হামিদ আনিস পাশা
হাফিজ নোমানীর লক্ষ আশা
মিছিলে মিছিলে ফুটে উঠেছে
সুখি সমাজের জন্য
মাগো, ওরা জীবন করেছে ধন্য

মাগো, এখনো মানুষ ঘুমাতে পারে না সুখে
ক্ষুধা কান্না সকলের চোখে মুখে
জীবন যেখানে অবরুদ্ধ এক গলি
কেমনে তবে মা এ পথ ছেড়ে
নিরিবিলি একা চলি?

মাগো মা, সাগরের বুকে কান্নার ঢেউ ওঠে
ময়দান জুড়ে হাহাকার
কান পেতে শোনো শত আহাজারি
বাঁচবার তরে আহা কার
কুরানের পাতা ছিঁড়ে পড়ে থাকে
দৃঢ়ী মানুষেরা পিছু ফিরে ডাকে
তাইতো চলেছি জিহাদের পথে মা সোনালী দিনের জন্য
ও মা সবার জন্যে দুআ করো তুমি
হতে পারি যেনো বিজয়ী সেনা শহীদের দলে গণ্য।

শহীদি গান

মালেক মামুন হাফিজ পাশা
মায়ের বুকের ভালোবাসা

পড়তে গেলো এলোনা ফিরে
মায়ের আশার স্বপ্ন নীড়ে
সব সাথীদের ছাড়িয়ে গেলো
আগেই পেয়ে খোদার ভালোবাসা

কোরানের কথা তারা বলতো
রাসূলের পথ ধরে চলতো
এই দুনিয়ার মোহ মায়া
দৃষ্ট পদভারে দলতো

হায়েনার দল সইলোনা আর
হৃদয় পুড়ে হলো ছারখার
সোনার ছেলে কেড়ে নিলো
পুরলো না মায়ের স্বপ্ন আশা ।

২৬ ০৯ ১৫

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: স্বপ্নীল করতোয়া
সমষ্টয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, বগুড়া

হৃদয় বাঞ্চির সুর ৫৫ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

শহীদি গান

হাজার মুখের ভীড়ে দুচোখ একটি মুখের খৌজে
ঘুরে বেড়ায় মাঠে ঘাটে
মতিহারের সবুজ পাটে
ফুলবাড়িয়ার পথের বাঁকে বছর জুড়ে রোজে

চাঁদের মতো মুখটা যে তার বইতো হাসির ঝরনা
ছেট বড় সবার আপন কারো কাছেই পর না
সেই সোনা মুখ কোথায় গেলো
কোন সে পাষাণ কাইড়া নিলো
হৃদয় ভরে কান্না আসে সকাল দুপুর সঁজে

হায় নোমানী হায় নোমানী পরান ফেটে যায়
শিক্ষক কাঁদে বক্ষ কাঁদে কান্দে আবরা মায়

শহীদ নেতা আমীর হামজা সাবির আইয়ুব ডাকে
গ্যাছো তুমি সেই মিছিলে জীবন নদীর বাঁকে
শাহাদাতের সুধা পিয়ে
সবুজ বরণ পাখি হয়ে
জান্নাতে আজ উড়ছো তুমি দেখছি দুচোখ বুঁজে ।

২০ ০৮ ১১

সুর: আবদুল ওয়াদুদ

হৃদয় বাঁশির সুর ৫৬ মাইক্রোব রহমান আখন্দ

শহীদি গান

দেখিনি কখনো ওগো প্রভু তোমাকে
চোখে তবু প্রিয় নবীর হাসি মাথা মুখ
দেখিনি কখনো বদর- উহুদের প্রান্তর
চোখে তবু ভেসে থাকে শহীদের অন্তর
সব কিছু বুকে টেনে পেতে চাই সুখ
হৃদয়ের কাছে রাখো আমাকে

আঁধারের কালি মাথা এই জামানার
ভাগ্যাহত এক বান্দা আমি
শয়নে স্বপনে দেখি জামাতি সুখ
পাবো কি সে সুখ ওগো অর্তফ্যামী
হাম্যার মতো দাও সাহসী হৃদয়
কবুল করো প্রভু আমাকে

আরাকান আফগান ফিলিস্তিনে
বদরের শহীদেরা ডেকে ডেকে যায়
মালেকের খুনমাখা বাংলাদেশে
নোমানীরা যুগে যুগে নাম লেখে যায়
আমিও হতে চাই তাদেরই সাথী
কবুল করো প্রভু আমাকে ।

শহীদি গান

সকালের সূর্যটা কেন এতো লাল
লাল হলো কেন ঐ গোধুলী আকাশ
হৃদয়ের কান্নাটা কেন বেসামাল
দোল দিয়ে যায় কেন পূবালী বাতাস

শহীদের খুন রাঙা রক্ত নদী
সময়ের সাথে চলে নিরবধি
খুন ছুয়ে উঠে আসে সূর্য সকাল
গোধুলী বিদায় বেলা তবুও সে লাল
গায়ে মেখে শহীদের রক্ত সুবাস

ছেলে হারা মার বুক বেদনা বিধুর
পরান ছুয়ে ফেরে দূর থেকে দূর
হৃদয়ের কান্না তাই সকলের
খুন বেয়ে উঠে আসে দীন বিজয়ের
দোল দিয়ে যায় তাই পূবালী বাতাস ।

১৬ ০১ ০১

সুর: মাসুদ রাণা
এ্যালবাম: মেঘমুক্ত আকাশ
সমষ্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হৃদয় বাঁশির সুর ৫৮ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

মায়ের গান

কাঁদছো কেন দুখিনী মা
কাঁদছো কেন আর
কেঁদে কেঁদে জীবন কেন
শেষ কর তোমার

চেয়ে দেখ আজ মানিক তোমার
খোদার রঞ্জু ধরে
মুক্তির লাগি জালিমের সাথে
লড়াই সে যে করে
নেই মা সময় আর
বসে বসে কাঁদবার
জীবন দিয়ে আনবো মোরা
মুক্তি পুনর্বার; শান্তি পুনর্বার

দীন দৃঢ়ী আর বাদশাহ ফকির
সবাই ভাই ভাই
এক কাতারে মানুষ হব
এইতো মোরা চাই
কেঁদনা তুমি আর
হারিয়ে যাওয়া সুখ যে তোমার
ফিরবে পুনর্বার ।

১২ ০৩ ৮৭

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: ডাক দিয়ে যাই
সময় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

কল্পনা বাণিজ সুর ৫৯ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ମାୟେର ଗାନ

ଭୟ କରୋନା ମା ଶପଥ ନିଯୋଛି
ଖୋଦାର ପଥେ ଜୀବନ ମରଣ ଶପେ ଦିଯେଛି

ସବୁଜ ନବୀନ ପ୍ରାଣଗୁଲୋ ଆଜ
ଗଡ଼ବୋ ଧରାଯ ସୋନାଳୀ ରାଜ
ମୁସାୟାବେର ସାଥୀ ହବୋ
ଶପଥ ନିଯୋଛି

ମାଲେକ ମତିନ ଶୀଷ ମୁହାମ୍ମଦ
ମାୟେର ବୁକେର ସେରା ସମ୍ପଦ
ତାଦେର ମତ ଗଡ଼ବୋ ଜୀବନ
ଶପଥ ନିଯୋଛି

ଚୋଥେର ପାନି ଥାକବେ ନା ଆର
ସୁଖ ସାଗରେ ଆନବୋ ଜୋଯାର
କାଂଦବେ ନା ଆର ଦୁଃଖୀ ମାନୁଷ
ଭେବେ ଦେଖେଛି ।

୧୨ ୦୭ ୧୫

ସୁର: ମାହୟଙ୍ଗୁର ରହମାନ ଆଖନ୍ଦ
ଏୟାଲବାମ: ଡାକ ଦିଯେ ଯାଇ
ସମସ୍ତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଂକ୍ଷତିକ ସଂସଦ, ବଗୁଡ଼ା

ଶଦୟ ବାଣିର ସୁର ୬୦ ମାହୟଙ୍ଗୁର ରହମାନ ଆଖନ୍ଦ

ମାୟେର ଗାନ

ହଦୟ ମନେର ପଦ୍ମ ପୁକୁର
ଉଥିଲେ ଓଡ଼ିତେ ତୋମାର ଦୋଯାଯ
ଚୈତି ତାପେ ଶୀତଳ ହାଓଯା
ପାଇଯେ ମାଗୋ ତୋମାର ଛୋଯାଯ

ବିଦେଶ ଗୌଯେ ସଖନ ଦୁଚୋଥ ବୁଁଜି
ମାଟିର କାଁଚା ଗଞ୍ଜଟା ମା ତୋମାର ବୁକେ ଖୁଜି
ଘୁମ ଭେଦେ ଯାଯ ସ୍ଵପ୍ନ ଫୁରାଯ
ଥାକି ଜୀବନ ଧୋଯାଯ

ମାଗୋ ଆମି ହଇନି ତୋମାର ପର
ତୋମାର ହାତେର ସ୍ଵପ୍ନ ପରଶ ଚାଯ ଯେ ଆମାର ଘର

ଏହି ଦୁନିଆର ସ୍ଵପ୍ନ ମୋହ ମାଯା
ରାଖିଛେ ଦୂରେ ତୋମାଯ ଆମାଯ ପାଇନା ତୋମାର ଛାଯା
ମନ ଆଭିନା ଧୂଧୁ ମରଣ
ଚୋଥେର କାହେ ଚାଇ ମା ତୋମାଯ ।

ମା-ବାବାର ଗାନ

ଆମি ଆକାଶେ ଉଡ଼ିଲାମ ଦୁନିଆ ଘୁରିଲାମ
ସୁଖ ପାଖିର ଲାଗିଯା
ପାଷାଣ ଓ ପାଖି ଉଡ଼େ ଯାଯ ଡାକି
ଅଜାନା ଦିକେ ଯାଯ ତାଗିଯା

ଗ୍ରୌଯେର ମାଟିତେ ଜନ୍ମ ଆମାର
ମାଯାବୀ ସବୁଜେ ଢାକା
ସୁଖେର ଲାଗିଯା ଗିଯାଛି ଭୁଲିଯା
ଶୂନ୍ୟ ମରଣ ମନ ଥା ଥା
ଅଜାନା ନେଶାଯ ଛୁଟେଛି ତବୁ
ଆୟେଶୀ ନିଶି ଜାଗିଯା

ବାବାକେ ଭୁଲେଛି ମାକେ ଭୁଲେଛି
ଭୁଲେଛି ବଞ୍ଚୁଯାରେ
ସୁଖେର ନେଶାଯ ଶୈଶବ ଭୁଲେଛି
କେ ଦେବେ ସୁଖ ମୋରେ

ପଥେର ବାଁକେ ବାଁକେ ତାକିଯା କାନ୍ଦେ
ଆମାର ଦରଦୀ ମାଯେ
ଫିରିବେ କବେ ଯେ ଅବୁଝ ଛେଲେ ମୋର
ସବୁଜ ସୋନାର ଗ୍ରୌଯେ
ଓରେ ଓ ବିଧିରେ ଦାଓନା ଫିରାଯେ
କାଳ କାଟାବୋ କତ କାନ୍ଦିଯା ।

୨୨ ୦୭ ୦୭

ସୁର: ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଲମ
ଏୟାଲବାମ: ଏକ ମୁଠୋ ରୋଦ
ବିକଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ସାଂକ୍ଷ୍ରତିକ ସଂସଦ

କୃଦିତ ବାଣିଜିକ ସୁର ୬୨ ମାହଫୁଜୁର ରହମାନ ଆଖନ୍ଦ

মায়ের গান

লক্ষ চাঁদের হাসি দেখি
আমার মায়ের মুখে
গোলাপ বেলী হাসনাহেনার
সুবাস মাখা বুকে

আমার ছোঁয়ার পাগল তাহার মন
দুরে থাকি তাইতো মায়ের উজাড় সবুজ বন
চোখের কোণায় গরম পানি
কাল কাটে তার দুঃখে

মাগো তুমি কান্না কেন কর
আমি কি আর ছোট শিশু এখন অনেক বড়
ভাল আছি তোমার দোয়ায়
আছি পরম সুখে

চোখের কোণার জল মুছে মা
হাসে দুঃখের হাসি
বুঝবিনারে বাছা তোরে
কঙ্গো ভালবাসি

চোখের পাতা এক করিনা আজও
তোর সুরণে কান্না আসে ভাল্লাগেনা কাজও
তুই যে আমার সবচে আপন
দুঃখে এবং সুখে ।

ମାହେ ରମ୍ୟାନେର ଗାନ

ଆସ୍‌ସାଉମୁ ଲୀ
ଓଯା ଆନା ଆଜଜିବିହୀ
ବାନ୍ଦାର ଯତ ଚାଓଯା
ଏର ଚେଯେ ବେଶୀ ପାଓଯା
ଦୁନିଆ ଆଖିରାତେ ଆଛେ ପ୍ରଭୃ କି

ଆକାଶେ ବାତାସେ ସାଗର ତୀରେ
ଆନନ୍ଦ ହାସି ଗାନ ସକଳ ନୀଡ଼େ
ପରତେ ପରତେ ଖୁଶିର ଦୋଳା
ତୋମାରଇ ନେଯାମତ ଯାଯ କି ଭୋଲା
ତାଇତୋ ଆଶା ନିୟେ ରୋଜା ରେଖେଛି

ଆରଶେ ଜମିଲେ ରୋଜାରଇ ଗାନ
ସୁଖେର ଏ ପରିବେଶ ତୋମାରଇ ଦାନ
ଜୀବନେ ଜମେ ଥାକା ପାପେର ପାହାଡ଼
ଓ ଗାଫୁର କ୍ଷମା କର ହେଯାନା କାହହାର
ତୋମାକେ ପାବୋ ବଲେ ସବ ଛେଡ଼େଛି ।

୨୮ ୦୭ ୦୭

ସୁର: ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଲମ
ଏୟାଲବାମ: ରହମ ଝରା ସିଯାମ
ବିକଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ସାଂକୃତିକ ସଂସଦ

ହଦୟ ବାଣିଶିର ସୁର ୬୪ ମାହଫୁଜୁର ରହମାନ ଆଖନ୍ଦ

ମାହେ ରମ୍ୟାନେର ଗାନ

ହାତ ତୁଲେଛି ଏଇ ଶୁନାହଗାର
ବରକତେରଇ ରାତେ
ତାକାଓ ପ୍ରଭୁ ଓଗୋ ମନିବ
ରହମତେରଇ ସାଥେ

ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରେଛି
ଭୁଲେର ନାୟେ ଚଡ଼େ
ହାଲାଲ ହାରାମ ସବ ଭୁଲେଛି
ସୁଖେର ଲୋଭେ ପଡ଼େ
ସୁଖେର ପାଖି ମିଥ୍ୟେ ଫାନୁସ
ଜୀବନ ଜଳ ପ୍ରପାତେ

ତୋମାର ମନେର ଆକାଶ ପ୍ରଭୁ
ଅଗଣିତ ବଢ଼
ସେଇ ଆକାଶେ ଆମାର ତରେ
ଏକଟୁ ଦୟା କର

ସାଗର ସାଗର ତୃକ୍ଷଣ ବୁକେ
ଜୀବନ ମର୍କଭୂମି
ହାଜାର ମାସେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାତେ
କ୍ଷମା ଚାଇଗୋ ଆମି
ତୁମି ଗାଫୁର ତୁମି ରହିମ
ନାଓ ଟେନେ ଦୁଇହାତେ ।

୨୮ ୦୭ ୦୭

ସୁର: ଆବଦୁଲ ଓୟାଦୁଦ
ଏୟାଲବାମ: ରହମ ବରା ସିଯାମ
ବିକଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ସାଂକ୍ଷତିକ ସଂସଦ

ହଦୟ ବାଣିଶ ସୁର ୬୫ ମାହଫୁଜୁର ରହମାନ ଆଖଦ

ମାହେ ରମ୍ୟାନେର ଗାନ

କି ମଜାର କ୍ଷଣ ଦିଲେ ସୁବହାନାଲ୍ଲାହ
କି ମଜାର ଦିନ ଦିଲେ- ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ
ଯାର ଦମେ ଦମେ ଭେସେ ଆସେ କ୍ଷମାର ଘୋଷଣ
ପାପ କାଲିମା ମୁଛେ ଆନେ ଆଲୋର ଜୋଛନା

[ମାନ ସାମା ରମ୍ୟାନା ଈମାନା- ଓୟା ଇହତିସାବା-
ଶୁଫିରା ଲାହୁ ମା ତାଙ୍କୁଦାମା ମିନ ଜାମବିହ]

ଜୀବନ ନଦୀର ଚଲତି ପଥେ ପାପକାଲିମାର ଚେଉ
କ୍ଷମା ଛାଡ଼ା ମୁକ୍ତି ପାବେ ବାନ୍ଦା ନାଇୟେ କେଉ
ରହିମ ଗାଫୁର ତାଇତୋ ତୁମି
ଟେନେ ନିତେ ବକ୍ଷେ ଚୁମି
ବରକତେରଇ ରୋଜା ଦିଲେ ଭାଲବାସାର ନିଶାନା ।

[ମାନ କୃମା ରମ୍ୟାନା ଈମାନା- ଓୟା ଇହତିସାବା-
ଶୁଫିରା ଲାହୁ ମା ତାଙ୍କୁଦାମା ମିନ ଜାମବିହ]

ରୋଜାର ଶ୍ରୋତେ କାଟିଲେ ସାଁତାର ଇହତିସାବେର ସାଥେ
ଜୀଯନାମାଜେ ଦାଁଡ଼ାଇ ଯଦି ନିବୁମ ଗଭୀର ରାତେ
ଝରବେ ରହମ ଭାଲାବାସା
ମୁଖିନ ଦିଲେର ପୂରବେ ଆଶା
ରାଇୟାନେରଇ ଥାସ ମେହମାନ ଚିରସୁଖେର ଠିକାନା ।

୦୩ ୦୮ ୦୭

ସୁର: ଆବଦୁଶ ଶାକୁର ତୁହିନ

ଏୟାଲବାମ: ରାଇୟାନ

ପ୍ରତ୍ୟଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଗୋଟୀ

ହଦୟ ବାଣିର ସୁର ୬୬ ମାହଫୁଜୁର ରହମାନ ଆଖନ୍ଦ

ମାହେ ରମ୍ୟାନେର ଗାନ

ଗୋଲାପ ରାଙ୍ଗ କେବଳା ପାଟେ
ବାଁକା ସୋନାର ଚାଦ
ଖୁଶିର ବିଲିକ ସୁବାସ ଛଡ଼ାଯ
ତାସବୀହ ଦାନାୟ କାଁଧ

ଆତର ମାଥା ନିଃଶ୍ଵାସେ
ମୁକ୍ତ ତାଜା ବିଶ୍ଵାସେ
ଜାତ ଭେଦଭେଦ କୁଳ ଭୁଲେ ଆଜ
ଏକ କାତାରେ ସାମ୍ୟ ସମାଜ
ଫେରେଶତାରା ଆରଶ କାପାୟ
ଭେଣେ ମିଳନ ବାଁଧ

ବାଦଶା ଫକିର ମୁମିନ ଦୀଲେ
ନାଇତେ ଏଲାମ ସିଯାମ ବିଲେ

ହରେର ହାସିର ନିଶାନଟା
ମୁକ୍ତି ଆଂକା ଈଶାନଟା
ରାତେର କିଯାମ ଆତ ତାରାବୀ
ମୁଚକି ହାସେନ ଆଲ ଆରାବୀ
ଖୋଦାର ଦିଦାର ମିଲବେ ତବେ
ଘୁଚବେ ଆଁଧାର ରାତ ।

୧୦ ୦୧ ୯୯

ସୁର: ସୁମନ ଆଜିଜ
ଏୟାଲବାମ: ସିଯାମେର ଡାକ
ପ୍ରତ୍ୟାଯ ଶିଲ୍ପୀ ଗୋଟୀ

ହଦମ ବାଞ୍ଚିର ସୁର ୬୭ ମାହଫୁଜୁର ରହମାନ ଆଖନ୍ଦ

মাহে রঘবানের গান

রহম বারা সিয়াম এসে
ডাক দিয়ে আহারে
জাগো মুমিন ডুইবো নাকো
দুনিয়াদারীর বাহারে

সারা বছর থাকলে ভুবে পাপ দরিয়ার মাঝে
কখন কারে ডাকবে দয়াল ভাবনা হলো না যে
তাইতো সিয়াম নাড়ে কড়া
তোমার ঘরের দুয়ারে

এই দুনিয়া ঘিছে মায়া
ভুব সাতারের খেলা
আকাশ পানে চাইয়া দেখো
ডুইবা গেল বেলা

মুক্তি সুবাস যায় ছাড়িয়ে সিয়াম নামের ফুলে
সেই সুবাসে হৃদয় ভরাও উঠতে নদীর কুলে
আর ছেড়োনা এমন সুযোগ
বুকে জড়াও তাহারে ।

২০ ০৫ ১২

সুর: মশিউর রহমান
এ্যালবাম: অমিয়ধারা
অনুপম সাংস্কৃতিক সংসদ, ঢাকা

হৃদয় বাঁশির সুর ৬৮ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ମାହେ ରମ୍ୟାନେର ଗାନ

ଜାଗୋ ଜାଗୋ ଜାଗୋ
ଜାଗୋ ବଞ୍ଚୁଯା ଜାଗୋ
କାନ୍ଦା ଘରାନୋ ହଦ୍ୟେ ଆଜିକେ
ଜୀବନେ କ୍ଷମା ମାଗୋ

ସାରାଟି ଜୀବନ କେଟେଛେ ତୋମାର
ଖୁଶି ଆର ଆହଲାଦେ
ସମୟ ଯେ ଆଜ ଯାଚେ ଫୁରିଯେ
ଆଂକାବେ ପରପାରେ
ପୂନ୍ୟ ଏ ରାତି ଖୁଲେଛେ କ୍ଷମାର ଦ୍ୱାର
ପାପେର ବାଜାର ପୁଡ଼େ କରୋ ଛାରଖାର
ଅଲସ ହେଯାନା ଘୁମେ ଆର ଥେକୋନାଗୋ

ଆକାଶେର ତାରା ଫୁଲେର ପାପଡ଼ି
ସକଳେଇ ଆଜ ଜାଗା
ତୁମି କେନ ଭାଇ ଘୁମେର ଗହିନେ
ହବେ କେନ ହତଭାଗା

ପିଛନେ ତାକାଓ କାଟିଯେ ଏସେଛୋ
କତକାଳ କତକ୍ଷଣ
ପାପ-ଜଞ୍ଚାଳ ଟେନେଛୋ କତଟା
ଜାନେ କି ତା ଏଇ ମନ
ଏକେ ଏକେ କ୍ଷମା ଚେଯେ ନାଓ ସବ ପାପ
ଭାଲବାସା ନିଯେ ଦାଁଡାୟେ ତିନି ଯେ
କରେ ଦିତେ ସବ ମାଫ
ସୁଯୋଗ ଛେଢ଼ୋନା ତାର କାହେ ଦୋୟା ମାଗୋ ।

ঈদের গান

ঈদ মানে মজা করা চারিদিকে খুশির আবেশ
ঈদ মানে কাছে আশা
ঈদ মানে ভালবাসা
ঈদ মানে সকলের সুখি পরিবেশ

ঈদ মানে ঘরে ঘরে সবুজের ঢেউ
মুখে মুখে হাসি আর শান্তির গান
ঈদ মানে আশে পাশে খবর নেয়া
এক সুরে এক তালে বাঁধা সব প্রাণ
ঈদ মানে সবখানে শান্তি অশেষ

ঘুরে ফিরে বারে বারে
ঈদ আসে ঈদ চলে যায়
ঘুচেনা দুঃখ কেনো
গরিবের ঠাই মেলা দায়

আজো কেন অনাথের চোখে ঝরে পানি
খুঁজে খুঁজে পায়নাকো জীবনের দায়
যায়েদের মতো কেন মেলেনাকো ঠাই
আসবে কি ফিরে সেই শান্তি সুনাম
দাও খোদা শান্তির সুখি পরিবেশ ।

ঈদের গান

জোসনা ঝরা চাঁদের মুখে মিষ্টি আলোর হাসি
ফুল পাখিরা ছব্দ তুলে
বনী আদম দৃশ্য ভুলে
গলায় গলায় এক হয়ে সব বলছে ভালোবাসি

ঈদের ঘজার দিনে
ভালোবাসায় দুহাত ভরে
নিচে সওয়াব কিনে
এক হয়ে সব পড়ছে নামাজ থাকছে পাশাপাশি

নেই তেদাতেদ গরীব ধনী
সবাই সবার মধ্যমণি
এমন সমাজ দাওগো খোদা
দাও হন্দয়ে সুখের খনি

দাও দুনিয়ায় উমার দরাজ দিল
শহর গাঁয়ে দুখ তাড়াতে
ভালবাসা সুখ বাঢ়াতে
নতুন আলোয় হাসবে সবাই
মন হবে স্বপ্নিল
সবার দিলে বাঁজবে খুশির বাঁশি ।

০৭ ০৯ ০৮

সুর: ইউসুফ বকুল
ঞ্যালবাম: রাইয়্যান
প্রত্যয় শিল্পী গোষ্ঠী

হন্দয় বাঁশির সূর ৭১ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ঈদের গান

ঈদের খুশির ডাক দিয়ে যায় শাওয়ালেরই চাঁদ
মনটা আমার চায় গো যেতে
তোমার রাজি খুশি পেতে
আবেগ ভরা হৃদয়টাতে মানছে নাকো বাঁধ

আমি অধম পাপী তাপী বড়ই গুনাহগার
চোখে আমার ভাসে শুধু গুনাহর সাগর
পাহাড় সমান যুলুম বুকে
মরাছি লাজে ধুকে ধুকে
তবু খোদা এ হৃদয়ে তোমায় পাবার সাধ

অবুব হৃদয় চায় পেতে চায় তোমার ছোহবত
বুকের কাছে নিও খোদা
আসবে যেদিন কঠিন সময় হাশর কিয়ামত

দয়াল নবী রাসূল আমার উম্বতেরই কাণ্ডারী
শাফায়াতের হকুম দিও আমায় নিতে পার করি
গুনাহর বোঝা মাফ করে দাও
সরল সহজ পথটা দেখাও
ঈদের খুশি দাও হৃদয়ে ঘুচাও দুঃখের রাত ।

ঈদের গান

মেঘলা আকাশে আজ নতুনের গান
সোনালী চাঁদটা আনে খুশির জোয়ার
নেচে নেচে ওঠে যেন মুমিনের প্রাণ

ফসলের মাঠ জুড়ে সবুজের ঢেউ
বাতাসের কানে কানে খুশির হাওয়া
কান্নার ঠাই নেই বেতার জুড়ে
একতার সুরে সুরে গজল গাওয়া
ঈদগাহে মাঠে মাঠে শান্তির গান

উঁচু নিচু শাদা কালো
সব ভোদাভোদ আজ হয়ে যাবে শেষ
হাতে হাতে কাঁধে কাঁধে
শান্তির সুরে গড়া সুখি পরিবেশ

রিমিমিমি বৃষ্টির গানের মতো
মন থেকে ধূয়ে যাক কষ্টের সুর
ঈদের খুশিতে আজ দেই ছাড়িয়ে
অমীয় শান্তিধারা কুরানের নূর
চারিদিকে শুনি যেনো আল্লা'র শান ।

ঈদের গান

আজি খুশির ধারা বহে ঘরে ঘরে
সোনার পরশে মাথা রূপালী চাঁদের হাসি
ঈদের খুশিতে মন উঠছে ভরে

সিয়ামের সুর তালে মন ভরে যায়
তারাবী সালাতে সব পাপ ঝরে যায়
সদ্য শিশুর মতো শাদা হলো মন
হন্দি-বিভেদগুলো পালায় দূরে

গাঁও শহরের ঘরে একতার সুর
মাঠ ঘাট আদালতে
আল্লা'র রহমতে
জুলে জুলে উঠে যেন কুরানের নূর

হৃদয়ের সুরে সুরে গান গেয়ে যাই
ধনী আর গরিবের ভেদাভেদ নাই
ভাগাভাগি করে নেই সুখ আর দুখ
সুখের সমাজ গড়ি খোদাকে স্মরে ।

জাগরণী গান

আকাশের বুক জুড়ে কালো কালো মেঘ
বাতাসের বুকে পচা গন্ধ
রাজপথে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ
জীবনের নেই কোন ছন্দ
(ফিরাবই জীবনের ছন্দ)

ফুল খেকো মিসাইল চারিদিকে আজ
বাগানের বুক জুড়ে কান্না
ভূখা নাঙা মানুষের বাড়ছে মিছিল
লুটেরার ঘরে হিরে পান্না
আর কতো কক্ষাল দেখবে মানুষ
স্বপ্নটা আরো কতো মন্দ

মিথ্যার আগনে জুলছে স্বদেশ
পুড়ছে নতুন পাতা ফাগনের রেশ
আলেয়ারা সেজে আছে সত্যি আগন
মুক্তির নিশানে জাগন জাগন

নদী বন ঘাঠ ঘাট পাহাড় চূড়ায়
একসুরে তুলি আজ মুক্তির গান
মনে ডাকি হামজা তারিক মুসা
সীসাটালা একেয়ে জাগাই পরান
মিছিলের তাকবীরে মুক্তি আনি
ফিরে আনি জীবনের ছন্দ ।

৩০ ১২ ১১

সুর: আবদুশ শাকুর তুহিন

হন্দয় বাংশির সুর ৭৫ মাহফুজুর রহমান আবদ্দ

জাগরণী গান

মানুষের ঘরে ঘরে এখনো আগুন
এখনো আসেনি কারো সুখের ফাণুন
উদার বুকেতে তাই ডাক দিয়ে যাই
শান্তির আহবানে এই আয়োজন
ঘরে ঘরে বসে যেনো সুখের আসর

ঘরজুড়ে কালো রাত আঁধারের ঘোর
চারিদিকে ভয় ভয় কান্নার শোর
পথঘাট নদী নালা বঙ্গ দুয়ার
গোলামীর দ্বার খোলা মাথাটা নোয়ার
রোগে শোকে সববাই শুক্ষ পাথর

আকাশের বুকে ভাসে শাদা কালো মেঘ
সাগরের বুকে ওঠে ঝড়
তবু তারা কখনো পড়েনা ভেঙ্গে
স্বপ্নকে করে না কো পর

দুচোরের কোণে নয়া স্বপ্ন আঁকো
আল্লা'র নামে ফের সূর্য ডাকো
সবুজ স্বপ্নে গড়ো নতুন শপথ
পতাকার লালে মাঝে পিচালা পথ
সুখে সুখে ভরে যাবে সবগুলো ঘর ।

জাগরণী গান

আলসে এ মনটাকে কেমনে বলো
আরো বেশি আড়ালে রাখি
দুনিয়ার বুক জুড়ে কান্নার টেউ
বুক ভেঙ্গে পড়ে আছে সুরেলা পাখি

জীবনের সাতরঙ্গ আধারে হারায়
কেঁদে ফেরে মনভাঙ্গ লক্ষ মানুষ
হায়েনার উল্লাস পাড়ায় পাড়ায়
স্বপ্নের মায়া ঘোরে উড়ায় ফানুস
হতে হবে রাহবার মুক্তিটা আনবার
এসো সবে একসাথে স্বপ্ন আঁকি

রাসূলের ভালবাসায় আস্তা রাখি
খালিদের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখি
পতাকার লাল রঙে দেহটা মাখাই
সবুজ চাদরে মায়ের আদর সাজাই
ফুল পাখি কাশবন হাসবে আবার
সামনের পথ আরো কিছুটা বাকি ।

জাগরণী গান

ওরে ও স্বপ্নচারী মাঝি
চোখের স্বপ্ন বুকে আনো
শক্ত হাতে বৈঠা টানো
জীবন রেখে বাজি
ওরে ও স্বপ্নমাখা মাঝি

উথাল পাথাল বাড় উঠেছে সাগর নদী খালে
বৈরী হাওয়া হানছে আঘাত জাহাজ তরীর পালে
সুখের জীবন স্বপ্ন কাঢ়ি
ভেঙ্গে নেবে বসতবাড়ি
এমন দিনে থাকলে বসে কেমনে হবে গাজী

ঝড়ো হাওয়া রাতের আঁধার চিরে
সোনার আলো আসবে আবার ফিরে

কোথায় তোমার মাল্লা মাঝি শক্ত বৈঠা হাতে
হেরার বাতি জ্বালো বুকে এই ঝড়োয়া রাতে
আল্লাহ নবীর গানের সুরে
ভয়ের নিশান তাড়াও দূরে
তরী তোমার ভীড়বে পাড়ে তারা হলে রাজি ।

জাগরণী গান

প্রেম দরিয়া নাম দিয়া এক
সাগর বানাইছে
সুখের তরে সেই সাগরে
সাতার দেবে কে
বঙ্গ আইসোনা রে

কালো শাদা নেই ভেদাভেদ
ধনী গরীব রাজা
সবাই সবার বঙ্গ ওগো
নেইতো কেহ প্রজা
একই তালে কাটবে সাতার
এই দরিয়াতে
বঙ্গ আইসোনা রে

সুখের সাথী দুখের সাথী
সবাই আপনজনা
দেশদুনিয়া ভিন্ন হলেও
সবাই সমমনা
সবার বুকে পাড়ের আশা
নিদান আখেরাতে
বঙ্গ আইসোনা রে

১৩ ০৬ ১১

সুর: রানা মাসুদ

জাগরণী গান

জেগে থেকে লাভ কি বলো
লাভ কি জেগে থেকে
যদি মনের কোণে রাত্রি থাকে
ঘুমের আবেশ মেখে
শুধু লাভ কি জেগে থেকে

থাকতে হবে জাগার মতো জেগে
ছুটতে হবে সময় ঘড়ির বেগে
আনতে হবে সুদিন আলোর ভোর
খুলতে হবে শান্তি সুখের দোর
দেহ মনের আদর সোহাগ মেখে

বাইরে আজো বৈরী হাওয়ার ঝড়
ঘুমের ঘোরে জাগলে বলো
কেমনে রবে ঘর

গ্রেম দরিয়ায় পাল উড়ে দাও যদি
জাম্মাতেরই শপ্তে নিরবধি
ঝড়ের মাতম যাবেই যাবে থেমে
সুখের আবেশ আসবে জানি নেমে
চলো নকীব সামনে চলো ডেকে ।



০৭ ০৯ ১১

কন্দয় বাঁশির সুর ৮০ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

জাগরণী গান

রাতের পরে রাত চলে চলে যায়
দিনের পরে দিন
যাচ্ছে সময় বাড়ছে আমার
হাজার বোৰা ঝণ

স্বপ্ন ছিলো অনেক বড় হবার
করবো সেবা দেশ জনতা সবার
স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে হলো চূৰ
সুখের আশা যায় পালিয়ে দূৰ
ভাসছে কানে হতাশ নামের বীণ

মণ্ডলা তুমি নিদানকালের সাথী
আঁধার সরাও দাও জুলিয়ে বাতি
তুমি ছাড়া কেউ ভরসা নাই
তোমার কাছেই পথের দিশা চাই
দাও না এনে সুখের সকাল- দিন ।

জাগরুকী গান

পাড়ি দিতে হবে আজ সাহসের রাত
স্বপ্নীল মনটাকে কাছে টেনে নাও
বিপথের শক্তিরা হবে কুপোকাত
ঈমানের মাখিদের বঙ্গু বানাও

তোমার হাতটা যদি সামনে বাড়াও
আসতে পারে তবে আরো দুটি হাত
হাতে হাতে বঙ্গন অটুট হলে
আসবে দিনের আলো ঘূচবে এ রাত
তবে কেন বঙ্গু পিছনে তাকাও

চেয়ে দেখো আকাশে পূর্বের পানে
ভোর বেশি দেরি নাই,
জুলবে আলোর মেলা
নদী ফুল পাখিদের মধুর গানে

এসো তবে এই হাতে ও হাত রাখো
গড়ে তুলি সীমাটালা বঙ্গন
ভুলে যাই ভেদাভেদ বাধার দেয়াল
বুকে এনে ভালোবাসা - নন্দন
চলে এসো বঙ্গু বিবেক হাকাও ।

জাগৱলী গান

গুন টেনে টেনে লক্ষে চলেছি
কুপালী অতীত ছাড়িয়ে
উৎসবে মাতি সুরের নদীতে
স্বপ্নের ঢেউ মাড়িয়ে

সোনালী স্বপ্নেরা নতুন প্রত্যয়ে হাসো
সুরের পাখিরা নতুন আমেজে আসো
জীবন গল্লের অঙ্গর জুড়ে জুড়ে
জেগে জেগে ওঠো নতুন স্বপ্ন সুরে
মনের মুকুরে মননের ঢেউ নাড়িয়ে

সোনায় সোনায় ঢেকে যাক সব কালো
মনের মরণতে আসুক হেরার আলো

হেরার নদীতে দাঁড় টানি দাঁড় টানি
জাহেলী শেকড় উপড়ানো দিন আনি
এখনো সময় হাতছানি দিয়ে ডাকে
সুরের নকীব মমতায় চেয়ে থাকে
ঐতো আরশে আছেন দুহাত বাড়িয়ে ।

১৭ ০৭ ০৭

সুর: লিটন হাফিজ
এ্যালবাম: উৎসবের গান
প্রত্যয় শিল্পী গোষ্ঠী

হস্য বাংশির সুর ৮৩ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

জাগরণী গান

সবুজের মাঝে ঐ টগবগে রক্তিম সূর্যের ডাক
কুয়াশার জাল ছিঁড়ে
দুখী মানুষের ঘরে
জ্বলে দিতে হবে আজ শান্তি মশাল
জাগো, ঘুমন্ত শার্দুল জাগো জাগো
জীর্ণতা অলসতা থাক পড়ে থাক

সাগরের কোল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে স্বদেশ
মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে সুনীল আকাশ
অনিয়ম দূর্নীতি হালের ফ্যাশন
বিষে বিষে ভরে গেছে কোমল বাতাস
হেরার রশ্মি ডাকে জাগো জাগো
জীর্ণতা পিছুটান থাক পড়ে থাক

টেকনাফ তেভুলিয়া সাগর পাহাড়
সবখানে চাই আজ দক্ষ নাবিক
সততার বন্ধনে বিবেক জাগাও
বিভেদের রাজনীতি বলো ধিকধিক
ঐক্যের বাঁধনে জাগাও স্বদেশ
এই আয়োজনে আজ শপথের ডাক ।

০৫ ০৬ ০৯

সুর: জাহাঙ্গীর আলম
এ্যালবাম: সম্মেলনের গান
সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ (সসাস)

হৃদয় বাঁশির সুর ৮৪ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

আগুনী গান

এখনই আসল সময় জিহাদে যাবার
এখনই সময় হলো দিন বদলের
এখনই আসল সময় শহীদ হবার
গড়তে হলে ধরায় রাজকোরআনের

এখনও আঁধারে ঘেরা এই যে ভূমি
কি করে আয়েশে আজ ঘুমাবে তুমি
পথে পথে কাঁদে মানুষ হাজারে হাজার
আকাশে বাতাসে শুনি শুধু হাহাকার
জীবনের এই বেলায় যুদ্ধ ভীষণ
বড়ই অভাব আজ যোদ্ধা মনের

কুয়াশা তেদ করে আসবে আলো
জীবনের কুয়াশায় প্রদীপ জ্বালো

শীতের শেষে এই ঝরা পাতা
কে রাখে বলো তার নাম ঠিকানা
বোশেখ মাসের এই তণ্ড বেলায়
পাগলা হাওয়ার সাথে যুদ্ধ খেলায়
ঝরিয়ে পড়ুক যত সবুজ পরাণ
পাতায় পাতায় রবে নাম জীবনের ।

০৪ ০৮ ০১

সুর: লিটন হাফিজ
অ্যালবাম: কেতন
প্রত্যয় শিল্পী গোষ্ঠী

হন্দয় বাঁশির সুর ৮৫ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

জাগরণী গান

থালিদের অনুসারি জেগে ওঠো ফের
ভয়ে বুক ধূকধূক হোক তাণ্ডতের

রাসূলের পথ ধরে এগিয়ে চলো
মন হতে রিপুগুলো পুড়িয়ে ফেলো
হামজার চেতনা
হৃদে হোক দ্যোতনা
ত্যাগের শিক্ষাগুলো দাও সাথীদের

খোদার জমিনে দীন করতে কায়েম
মায়ের বুকেতে লাশ মালেক সায়েম

কুরআনের জয়গানে হও আগুয়ান
পথ চল সমুখে গাও জয়গান
হায়দরী ছংকারে
তলোয়ারের ঝংকারে
তেজ্যোদৃশ শিখা জ্বালো ঈমানের ।

১৭ ০৭ ৯৫

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: স্বপ্নীল করতোয়া
সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

কল্পনা বাঁশির সুর ৮৬ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

জাগরণী গান

সময় বদলে যায়
বদলায় মানুষের মন
পরিবেশ বদলে যায়
বদলায় সবুজের বন

কালো মেঘ খেয়ে নেয়
সোনালী সকাল
কোটি মানুষের ভীড়ে
নকীবের আকাল
শান্তির সঙ্কানে কেঁদে ফেরে মন

শালিক পাপিয়া কাঁদে ব্যাথাতুর মনে
আসবে সুদিন কবে সবুজের বনে

অসহায় শিশু কাঁদে
স্বামী হারা নারী
পিতা মাতা ভাই বোন
করে আহাজারি
খালিদ মুসার তাই বড় প্রয়োজন ।

১৩ ০৯ ০৪

সুর: মাসুদ রানা
এ্যালবাম: জীবন চাকা
সমষ্টয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

কন্দয় বাণির সুর ৮৭ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

আবেদনমূলক গান

যত বড় বোৰা আমি পারিনাকো টানতে
তত বড় বোৰা খোদা দিও না
বিজয়ী হৰাৰ মতো যোগ্যতা দাও
তা না হলে পৰীক্ষা গো নিও না

চারিদিকে হায়েনা ও দাঁতাল পাগল
বোৰেনা তোমার হৃকুমাত
সারি বেঁধে চলে সব নিজ মতবাদে
ছড়িয়ে দিছে ভৱা জুলুমাত
আফসোসে ভৱে যায় এই অন্তর
পারাণ কঠিন তুমি হয়ো না

দীন বিজয়ের পথে লক্ষ সেনা
জ্ঞানী শুণি সিপাহশালার
চলবাৰ পথে পথে হাজাৰো বাঁধা
শক্তি সাহস দাও এগোৰার
সকল ক্ষমতা জানি তোমার হাতে
অসহায় পথে ঠেলে দিও না ।

আবেদনমূলক গান

আলেয়ার রঙে ভরা এই সমাজে
দাও গো খোদা আলীর দরাজ দিল
আধাৰ চিৱে ফেৱ আনতে আলো
ইমানেৰ নূৱে কৱ মন্টা রঙিন

তাৱাৰ ফুলে ফুলে ভৰাও আকাশ
মন্টা কৱে দাও আলো
সেই বাগানেৰ গোলাপ হতে
জ্ঞানেৰ সুধা তুমি ঢালো
নবীৰ নূৱে তাড়াও আঁধাৰ
দাও সেই আলোৰ দিন ।

মেঘলা কালো রাত যে এখন
নেইকো নায়েৰ মাৰি
আলোৰ মাৰি মাল্লা পাঠাও
থাকলে তুমি রাজি
রাশেদার সেই যুগ ফিৱে দাও
দাও গো সেই সুদিন ।

আবেদনমূলক গান

ওরে ও দুনিয়াবাসি
আমরা যারা ফিলিস্তিনি
কোথায় আছি কেমন আছি
কেমনে কাঁদি কেমনে হাসি
কেমন করে বেঁচে আছি দেখনা গো আসি
ওরে ও দুনিয়াবাসি

মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস মুক্ত বাড়ি ঘর
কিছুই আমার নয় যে আপন সবই যেন পর
নদীর পানি মাঠের ফসল
সবই তারা করছে দখল
কোন সে দোষে নিজের ঘরে আমরা পরবাসি

বালির কণা পথের নুড়ি রক্তে ভিজে লাল
অফিস বাড়ি শিক্ষাভবন সবের একই হাল
হায়রে আঘাত মায়ের বুকে
কান্না সবার চোখে মুখে
শিশু কিশোর বৃন্দ যুবা নেই যে কারো হাসি

লেখা পড়ার স্বপ্ন এখন নেই শিশুদের বুকে
ইসরাইলি বুলেট বোমার চিহ্ন দেহ মুখে
যুদ্ধ দেখা তাদের খেলা
কেঁদেই কাটে সারাবেলা
ধৰংস বাড়ি লাশের সারি কেমনে বলো বাঁচি

বিশ্ব বিবেক বিশ্ব মোড়ল আজকে কি নেই কেউ
কেউ দেখেনা ফিলিস্তিনে রক্ত নদীর ঢেউ
তুমিই প্রভু সকল আশা
বেঁচে থাকার শেষ ভরসা
মাফ করে দাও ফিরে তাকাও দাও বিজয়ের হাসি ।

স্মৃতিচারণমূলক গান

দীনের বাধন যায় কি ভোলা ভাইরে
দীনের বাধন ছিন্ন হলে
কোন মালা আর থাকবে গলে
নাজাত পাবার থবর বলো
কোন বা পথে পাইরে

একই দেহে করছি বসবাস
একই স্বপন দেখছি বারো মাস
কেমনে তুমি থাকবে বসে
দিন কাটাবে রঙ রসে
কেমনে তোমার মন্টা টানো বাইরে

এই কাফেলার সকল মানুষ
একটা চালু কল
একই খোশায় বদ্ধ থাকা
মিষ্টি তাজা ফল

কেমনে তুমি পিছন ফিরে চাও
কিসের ভয়ে দূরে সরে যাও
দেহের কোথাও অসুখ হলে
গোটা দেহ যায় বিফলে
কষ্টগুলো ঠিকই বলো মন গহীনে পাইরে ।

গংসজীত

শাদা কালো উচু নিচু ক্যানো ভেদাভেদ
সবার রঙ দ্যাখো লাল লালে লাল
সকলের পিতামাতা আদম হাওয়া
তবু ক্যানো জুলেনা গো একতা মশাল

লাঙলের ফলা থেকে
যে মানুষ তুলে আনে সোনা
কৃত ঘাম বারে যায়
কখনো কি যাবে সেটা গোনা
তারে ক্যানে পিছে রাখো
ক্যানে গড়ো তার মাঝে বিভেদ দেয়াল

শাদা কালো উচু নিচু সকলেই সৃষ্টি খোদার
তবে ক্যানো ভেদাভেদ তোমার আমার

ইট ভেঙে ভ্যান টেনে
যে মানুষ দেশটাকে গড়ে
তারে ক্যানো ঠেলে দাও
তারা ক্যানো দূরে থাকে পড়ে
তাদেরও তো মন আছে
এসো সবে সেই দিকে রাখি খেয়াল ।

মাদকবিরোধী গান

তুমি নেশার ঘোরে বুদ্ধ হয়েনা
জীবন চাকা হবে শেষ
বাঁচার মতো বাঁচো বস্তু
রক্ষা করো পরিবেশ

জর্দা তামাক সিগারেটে
নেশার পথে হাঁটায়
ক'দিন পরে গাজার ঘরে
অলস সময় কাটায়
তাড়ি মদ ফেনসিডিলে
প্যাথেডিন হিরোইনে
ভন্দরাজা- সবই শেষ

তোমার দেহ নয়তো তোমার জানো
এই দেহটার স্রষ্টা যিনি
তার কথা কি মনের স্বাদে মানো

সামনে চলার স্বপ্ন নিয়ে
নিজের জীবন গড়ো
হিসেব তোমায় দিতেই হবে
একটু চিঞ্চা করো
আখিরাতে রোজ হাশরে
পার হতে পুলসিরাতে
কোন সে টিকিট করবে পেশ ।

জীবনমুঢ়ী গান

গোলক ধাঁধায় কাটছে আমার ক্ষণ
এই তো সেদিন ছেট্ট ছিলাম
কেমনে যে আজ বড়ো হলাম
কখন যে ভাই ডাক পড়ে যায়
ছাড়তে আপন জন

চোখ বুজিলেই ইসকুলে যাই আজো
খেলায় মগন ভাল্লাগেনি বাড়ির কোন কাজও
হৈ ছল্লোর খেলার মাঠে
বৈঠা হাতে নদীর ঘাটে
কোথায় গেলো সে সব এখন
হায়রে অবুঝ মন

চুলে বুঝি পাক ধরেছে হায়
ঘড়ির কাটা ডাকছে বুঝি শুধরাতে আমায়

দয়াল আমার মন্টা ভালো করো
জীবন ভরে পাপ করেছি মায়ার হাতে ধরো
কবর হাশর হিসাব নিকাশ
সে সব ভেবে মন্টা হতাশ
থাকতে সময় মাফ করে দাও
পাপের পাহাড় বন ।

জীবনমূর্ধী গান

দুধরঙ্গ শাদা হয়
শাদা হয় নদী কাশফুল
বেলী ফুল শাদাভাত
শাদা হয় শিশুদের হাসি মাথা ভুল

জমিনের বুকে নাচে সবুজের ঢেউ
শাদা শাদা কুয়াশারা চুম দিয়ে যায়
আকাশের বুক জুড়ে নীলের সাগর
শাদা মেঘ ভালোবেসে ঘূম দিয়ে যায়
শাওনের কালো মেঘ ভাসায় দুকুল

নাড়ি চলে গাড়ি চলে
চলে যায় আকাশের চাঁদ
তীর ভেঙে নদী চলে
কাটে তবু নিরাশার রাত

সবুজের বুকে নামে ফুলেল হাওয়া
ফুলে ফুলে ভরে যায় সবটুকু বন
মানুষের মনে আসুক মানবতাবোধ
শাদা ফুলে ভরে যাক সকলের মন
ফুলে ফুলে ভরে যেনো স্পন্দ মুকুল ।

১৫ ১১ ১০

সুর: জাহাঙ্গীর আলম

হস্য বঁশির সুর ৯৫ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

জীবনমূর্খী গান

কি করে বঙ্গ তুমি
পেতে চাও মায়াময় সফলতা
জীবনের অংকটা মিলিয়েছো কি
করেছো কি হন্দয়ের হালখাতা

পাথরের বুকে ঘষে
কখনো কি নিজেকে করেছো যাচাই
বাধার প্রাচীর ভেঙে জীবনের ধাপে ধাপে
পরীক্ষায় নিজেকে করেছো বাছাই
কখনো কি খুঁজেছো কোন দিকে উড়ে যায়
জীবনের বারা পাতা

নিজেকে নিজের কাছে পরব করো
দেখে নাও খুঁজে নাও
জোয়ারেতে গা ভেসে
কেউ কি কখনো হয়েছে বড়ো

কাঁটাদের অঞ্ছতে
ফুটে ওঠে মনোহরা টস্টসে ফুল
সেই তো সফল হয় যারা দেখে আয়নায়
নিজেদের অভীতের শাদা কালো ভুল
যদি আজ পেতে চাও সফলতা
স্বপ্নের সাথে তুমি সাহস জাগাও
আল্লাহর কাছে সঁপো উচু এ মাথা ।

জীবনমূর্তী গান

চারিদিকে বৈরি বাতাস
জীবন চলা দায়
আমায় ধরো ওগো দয়াল
তোলো তোমার নায়

হাটে মাঠে অফিস পাড়ায়
বইছে ঝড়ো হাওয়া
সেই হাওয়াতে দুলছি আমি
পাহাড় সমান চাওয়া
ভোগ বিলাশী মনটা আমার
নেশার তরী বায়

মুক্তি নিশান কাবার ছবি
স্বপ্ন আনে মনে
পাগলা ঘোড়া মনটা আমার
সে সব নাহি শোনে

সুখ পাখিটা ধরতে আমার
কাইটা গেলো বেলা
দেয়না ধরা পালায় পাখি
লুকোচুরি খেলা
সুখের নেশা ঘোর কুয়াশা
মিহেই ডেকে যায় ।

জীবনমুঙ্গী গান

এক ফালি চাঁদ আর তারাদের গায়
ব্যাকুল উদাস এই মন ছুটে যায়
শাওনের বারিধারা হনয়ে আমার
জীবনের পথ কবে যাবে মোহনায়

ঝিকিমিকি মুক্তোরা শিশিরের ভাই
আকাশের বুক ছুঁয়ে ঘাসফুলে ঠাই
আমার জীবনে কেনো কান্নার ঢেউ
সুখের পায়রা কেনো দূরে চলে যায়

মেঘেদের ছুটাছুটি বিদ্যুৎ হাসে
রঞ্জের সিঁড়ি বেয়ে স্বাধীনতা আসে
আমার এই মুক্তিটা আর কতো দূরে
আসবে সে শরতে নাকি বরষায়!

জীবনমুর্তী গান

আমার মনের নায়ে নয়া বাদাম
পাগলা হাওয়ার ঝড়
দয়াল তুমি রহম করো
দয়া করে হাতটা ধরো
আমায়- কইরো নাকো পর

বিজলী জুলে আকাশ জুড়ে
গুড়ুম গুড়ুম দেয়া
আমি অধম নবীন মাঝি
ধরছি পাড়ের খেয়া
স্বপ্ন আমার পাড়ে যাওয়া
সফলতার গজল গাওয়া
আমার- ভেঙ্গে নাকো ঘর

স্বপ্নগুলো বিলাশ মাখা বড়
ঘরের খুঁটি পুরান নড়োবড়ো

দুই কুলেরই কাণ্ডারী গো
ধরো নায়ের হাল
ঝড়ের তোড়ে টলছে যে নাও
ছিঁড়বে বুঁধি পাল
তৃষ্ণা যেন মরুভূমি
তুমি আদি অস্ত তুমি
সবকিছু নশ্বর
দয়াল- কইরো নাকো পর।

জীবনমূর্তী গান

মনটা আমার স্বপ্নভেজা পাখি
ফুলের বনে সুখ নয়নে
সুরের মাধ্যামাখি

উড়াল দেবার পাখনা খোজে
জীবন চাকায় রোজে রোজে
ভাগ্যে জোটে ফাঁকি
মনটা আমার স্বপ্নভেজা পাখি

মাঝ দরিয়ায় সাঁতার কেটে
কিংবা বালির চরে হেঁটে
ক্লান্ত হতাশ আঁখি
মনটা আমার স্বপ্নভেজা পাখি

দয়াল এবার দয়া করো
নিজের হাতে হালটা ধরো
ভালবাসায় ঢাকি
মনটা আমার স্বপ্নভেজা পাখি ।

জীবনমুখী গান

বাতাস দেখে পাল তুলেছি
রোদের ভয়ে ছই
হাল ধরেছি শক্ত করে
(তবু) নদীর কিনার কই

ভাটি গাঞ্জের মাঝি আমি
উজান গাঞ্জে যাই
পরের বোৰা টানতে গিয়ে
নিজের খবর নাই
ঝড়ের নিশান দেখে আমি
কেন ভীত হই

সারা জীবন কাটলো আমার
নৌকা বেয়ে বেয়ে
পাইনি আজো কুলের নাগাল
থাকছি শুধু চেয়ে

পরপারের মাঝি ওগো
নিদান কালের সাথী
নায়ের বুঝি পাল ছিঁড়েছে
চলছে গহীন রাতি
তুমি ছাড়া আক্ষা আমি
কেমনে বৈঠা বাই ।

জীবনমুখী গান

কি করে আমায় তুমি ভয় দেখাবে
কি করে সাহসের পথ রূখবে তুমি
কি করে এ পথ আমায় ভুলতে বলো
আল্লাহর রাহে জীবন সপেছি আমি

পাহাড়ের চূড়া দেখে পথ হেঁটে যাই
অৈতে সাগর দেখে নিজেকে সাজাই
কালিমার বাণী থেকে সাহস আনি
প্রভুর ধ্যানে কাটাই দিন রজনী

ঘরগুলো ঘর নেই সব ঘর যেন এক বন্দিশালা
পাশাণে বেধেছি বুক নেইতো জেলের ভয় নেইতো জ্বালা

বদরের প্রান্তর ডাক দিয়ে যায়
আমির হাময়া ডাকে আয় সাথী আয়
তবুও কি করে তুমি রূখবে আমায়
এখন তো নেই আর আমাতে আমি ।

০৫ ৩ ১০

সুর: জাহাঙ্গীর আলম
ঋগ্যবাম: সম্মেলনের গান' ১২
সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ

হৃদয় বাঁশির সুর ১০২ মাহফুজ্জুর রহমান আখন্দ

জীবনমুঠী গান

হতাশ হয়োনা তুমি হয়োনা হতাশ
সামনে এগিয়ে দ্যাখো উদার আকাশ

রঞ্জনী গভীর হলে প্রভাত কাছে
তটিনী শুকালে আবার শাওন আছে
তুমিও কখনো তাই হয়োনা নিরাশ

জীবনের রংধনু রড়ই নিটুর
পথের স্মৃতির পাতা বেদনা বিধুর
বৈশাখী বয়ে আনে নতুন আবাস

পাখিদের গানে আসে মিঞ্চ আলো
মঙ্গলে যেতে আরো কষ্ট ঢালো
বইবে জীবনে তোমার দখিনা বাতাস ।

২৯ ১০ ৯৪

সুর: মতিউর রহমান খালেদ

কল্যাণ বাঁশির সুর ১০৩ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

জীবনমুখী গান

রাতের আঁধার দূর হলোনা
আসলো নারে ভোর
নয়তো ফজর জোহর এখন
খোলৱে মনের দোর

জীবন এখন শূন্য মরণ
দেখলি নারে চেয়ে
থাকলি বসে সুখের আশে
বালির সাগর পেয়ে
রোদের তাপেও ঘূম ছোটেনা
কেমন আঁধি তোর

জীবন যে তোর যায় ফুরিয়ে
কোথায় নায়ের পাল
জীবন তরী খাইলো মাটি
আজ কেন বেহাল

যত্ত করে পুষলি যাবে
খাইয়া নেবে মাটিই তাবে
আলসে বসে রইলি তবু
ফেলৱে আঁধি লোৱ
নাইরে উপায় তোৱ ।

২০ ০৪ ০৩

সুর: মাসুদ রাণা
এ্যালবাম: নবীন প্রাণের ঘেলা
সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

দন্ডয় বাঁশির সুর ১০৪ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

জীবনমুখী গান

দিন থেকে রাত আসে
রাত থেকে দিন
সময়ের দ্যোতনায়
বেড়ে যায় ঝণ

শালিকের ঝাঁক ওড়ে আকাশের গায়
বিঁবি পোকা ডেকে যায় মন দ্যোতনায়
গোলাপের পাপড়িতে শিশিরের চিন
মনের আয়না তবু দেখেনা সুদিন

সোনার ষপ্ট ভাসে চোখের পাতায়
ফেরেনা হৃদয় তবু হৃদয় কোলে
কালো দাগ জমা হলো আমল খাতায়
আলেয়ার মোহে তবু মনটা দোলে

এক দিন চলে যাবো স্বপ্নটা শেষ
আগন্তের লেলিহান দহন অশেষ
কান্নার ফল নেই শুনবেনা কেউ
তবে কেন মাতোয়ারা মিছেই দুদিন ।

জীবনমুখী গান

টিক টিক করে চলে ঘড়িটা
ফুল হয়ে বরে গেল কুঁড়িটা
তোমার আমার জীবন এমনি ক্ষণিক
সাঁবো যেমন নামে ঘুড়িটা

শাদা মেঘের মতো কোন সে দেশে
জীবনের সব কিছু চলছে ভেসে
উড়ন্ত পাপিয়া দোয়েল সবাই
মাটিতে পড়া ঐ ছায়াটা

দুদিনের ভালোবাসা
ক্ষণিকের মেলামেশা
সব কিছু আলেয়ার আলো
গোলাপের আশপাশ
করলে বসবাস
গন্ধ মিলবে তবু ভালো

রাসূলের পথ ধরে এসো চলে যাই
তার মতো বন্ধু আর কেহ নাই
ব্যস্ত দুনিয়া আর আখিরাতে
মিলবে মুক্তির রবিটা ।

২৫ ০৮ ১৫

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: স্বপ্নীল করতোয়া
সমস্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হৃদয় বাঁশির সুর ১০৬ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

জীবনমুখী গান

দখিনা হাওয়ায় পাতা নড়ে
কিছু পাতা থেকে যায়
কিছু পাতা ঝারে

আকাশের মেঘমালা মিশে যায় দূরে
নয়নের দৃষ্টি নীল যায় ফুঁড়ে
নদীরা হারিয়ে যায়
জীবনের মোহনায়
মানুষও চলে যায় দূর পারাপারে

দুনিয়ার টাকা কড়ি
সুখের প্রাসাদ গড়ি
থাকবেনা চিরদিন কেউ
নিঠুর ধরণী পরে
কি হবে প্রাসাদ গড়ে
ক্ষণিক সাগরের এই চেউ

জীবনের স্মৃতিগুলো দেয় বেদনা
কি হবে সয়ে সয়ে এত যাতনা
জীবন তরীর ফাঁকে
হাতছানি দিয়ে ডাকে
কি হাতে চলে যাব এ ধরণী ছেড়ে ।

০৮ ০৯ ১৫

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
ঋলিবাম: স্বপ্নীল করতোয়া
সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

কন্দয় বাঁশির সুর ১০৭ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

জীবনমুখী গান

জীবন নদীর নাইয়া
উত্তাল ঢেউয়ের তালে
সময় তরীর বৈঠা ফেলে
চলছ কোথায় বাইয়া

আষাঢ় শাওন বান ডেকেছে
দুর্কুল নদীর ভরা
কদিন ছিল স্বচ্ছ পানি
ছিল চৈতের খরা
এখন তোমার গানের সময়
সুজন মাঝি হইয়া

চলতে পথেই থামবে জোয়ার
জাগবে ধূধু চর
নৌকা তোমার চলবে না তো
সবাই হবে পর
লইছ কি না পথের কড়ি
যাওনা তুমি কইয়া ।

জীবনমুখী গান

জীবন চাকা কলের মতো
ঘূরলো জীবন ভর
সকাল দুপুর সবাই আপন
সাবের বেলা পর
আমি কেমনে বাঁধি ঘর

সকাল গেল খেলার ছলে
দুপুর গেল রঙ রসে
বাঁশ বাগানেই সাঁবা হলো মোর
কিনবো কখন ঝড়
আমি কেমনে বাঁধি ঘর

সোনার আলোয় দিন কাটেনি
মন্টা ছিল ভারি
সাঁবা বিকেলে কাল বোশেখী
উড়ছে বকের সারি

জীবন পথে গহীন কালো
নেইকো তারা জ্বালবে আলো
চাওয়ার পালা শেষ হলো আজ
সবই আমার পর ।

১৭ ০৫ ০৫

সুর: মাসুদ রাণা
এ্যালবাম: জীবন চাকা
সমস্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

কল্পনা বাঁশির সুর ১০৯ মাহফুজ্জুর রহমান আখন্দ

জীবনমুখী গান

রাতের কালো ঘোড় সওয়ারী
সকল সময় চোখের আড়াল থাকতে চায়
সাধের লাগাম আকাশ ছোয়া
উষ্ণতাপে কাবার গিলাপ বুকের মাঝে রাখতে চায়

বুকের ছাতি নয়কো অনেক বড়
স্বপ্নগুলো ভীতু জড়োসড়ো
কাজের বেলা অলস যে তার মন
কেমনে সে আজ পাড়ি দেবে পাহাড় নদী বন
মনে তবু বিজয় হওয়া সুখের ছবি আঁকতে চায়

উদাস বাটল পুরান ঝুটির ঘর
বইছে ভীষণ পাগলা হাওয়ার ঝড়
ঝড়ের মাতম সামাল দিতে তাই
কাবার মালিক সুখের মালিক সঙ্গী থাকা চাই
শেষ বিকেলে অশ্রু চেলে রহীম নামে ডাকতে চায়

রহীম করিম গফুর নামে যিনি
দুঃখ সুখের সকল মালিক তিনি
ঘোড় সওয়ারী চোখের আড়াল নয়
স্বপ্ন মেখে যাও এগিয়ে হবেই তোমার জয়
উদার সে যে ফিরলে পথে ভালবাসায় ঢাকতে চায় ।

০৫ ১২ ০৫

সুর: আবদুল্লাহ শাকুর তুহিন
এ্যালবাম: হৃদয়পুরের গীতি

হৃদয় বাঁশির সুর ১১০ মাহফুজ্জুর রহমান আবদু

জীবনমুর্দ্ধী গান

ও মনরে তুই লাগাম ছাড়া ঘোড়া
কাজ শুধু তোর স্বপ্ন আঁকা
সহজ পথেও চলিস বাঁকা
পাখনা মেলে দেশ বিদেশে
জীবনটাকে রঙিন বেশে
সুখের বনে ওড়া

তুইতো জানিস সুযোগ আমার কতো
সীমার বাঁধন চলার পথে শত
পয়সা কড়ি সুখের জীবন
সবার কি আর হয়েরে আপন
তবু কেন বুঝিস না তুই
খুলিস না চোখ জোড়া

যা পেয়েছিস তাইবা অল্প কিসে
চাইলে বেশী মরবিরে তুই চোখের জ্বালা বিষে

দেহের চাওয়া মনের চাওয়া চোখের চাওয়ায় আগুন
পাইবিনা সুখ অনেক পেয়েও যতই আসুক ফাগুন
সেই ভালো আজ লাগাম টেনে
সহজ জীবন নে রে মেনে
দেখবি তখন সুখের পাখি
নয়তো কপাল পোড়া ।

২০ ০২ ০৬

সুর: মাসুদ রানা
এ্যালবাম: লাগাম ছাড়া ঘোড়া
সমষ্টয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হৃদয় বাঁশির সুর ১১১ মাহফুজ্জর রহমান আখন্দ

জীবনমুর্ধী গান

জীবন ঘুড়ি উড়াইয়া দিয়া
লাটাই হাতে খেলতাছে (বিধি)
ঘুড়ি শুধু পাখি ভাইবা
রঙিন পাখা মেলতাছে

ঘুড়ির চোখে স্বপ্ন ভাসে
উড়বে ঘুড়বে সাত আকাশে
রঙিন বেশে মেঘের দেশে
মনের আবেগ ফেলতাছে

শ্রেষ্ঠ পাথরের বালাখানা
চোখ ধাঁধানো নতুন গাড়ি
মন বিলাশী তাও থামেনা

মেঘে মেঘে কাটলো বেলা
সাঙ্গ হলো স্বপ্ন খেলা
সাঁবের আঁধার নামলো জেনে
ভুলের বোঝা ঢেলতাছে
ও মন, চোখের পানি ফেলতাছে ।

জীবনমুঢ়ী গান

জীবনটা যেন এক টগবগে সূর্যের দেশ
গান আর কথা বলা
পাথরের মতো জুলা
অনেক পাবার তরে ছুটতেই সব কিছু শেষ

চোখে ভাসে কাঞ্চাই কিংবা সাগরের নীল
গোলাপের রঙ দেখি খুঁজে ফিরি শাপলার বিল
সবখালে ধূধু ঘর
শান্তির নেই কোন রেশ

চোখে জাগে পাখিদের মুক্ত আকাশ
খুঁজে ফিরি ইনানী- শান্তি বাতাস

মাধবকৃষ্ণ খুঁজি পেয়ে যাই অগ্নিগিরি
জান্নাত চোখে ভাসে পারি নাই গড়তে সিঁড়ি
পেতে চাই সেই মন
দাও খোদা সেই পরিবেশ ।

জীবনমুখী গান

জীবন জুড়ে সুখের পরশ চাই
যেই জীবনে ত্যক্তি আছে শান্তি আছে
সব হারানোর নীল বেদনা নাই

একটা জীবন সেই জীবনে স্বপ্ন আছে
লক্ষ কোটি হাজারে
স্বপ্নগুলো ভালোর মতো
দিনের সূর্যজ আলোর মতো
কিন্তু যে তার মূল বিনিয়োগ করতে আজো
পাইনি ভবের বাজারে
সত্য ভুলে মিথ্যা পথে যাই

ভাবছি সদা অনেক পেলেই এই জীবনে
শান্তি পাবো খুব
ঘোর কুয়াশার শাদার মতো
চীনের প্রাচীর বাঁধার মতো
মন বাগানে হাজার বাধা জটলা পাকায়
দেখায় ধাঁধা রূপ
শান্তি সুখের পথের দিশা চাই ।

জীবনমুখী গান

ডাল যদি ভেঙে যায়
ফুল ঝরে যায় আপনাতেই
আকাশের চাঁদ যদি রাতে নিঙে যায়
আঁধার ছড়িয়ে যায় এমনিতেই

শরতের কাশবনে কতো হাসি গান
শিউলী বকুল তলে মনোহরী আণ
শরৎ চলে গেলে
শিমুল পলাশ এলে
শিউলী কাশবন কেউ কোথা নেই

কুয়াশায় ঢাকা থাকে হেমন্তের সকাল
চকচকে অপ্রিয় ফলটি মাকাল

গোধূলির নীলিমা নয় দিবসের আভাস
ক্ষণিকে আঁধারে ঢাকে সোনালী আকাশ
কি হবে ভবতে মেতে
পরপারে হবে যেতে
আসল জীবন তো পরকালেই ।

০৮ ০৯ ১৫

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: স্বপ্নীল করতোয়া
সমষ্টয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

অন্দর বাঁশির সুর ১১৫ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

জীবনমূর্তী গান

বিশ্বাসে ভরে দেবো হৃদয়ের আকাশ জমিন
যদি তুমি সাথী হও, চাষী হও হৃদয় মনে
শরতের কাশফুল কুলে কুলে জাগাবে সাড়া
ফুল হয়ে পাখি হয়ে মননের সবুজ বনে

আলেয়ারা ছেয়ে গেছে আকাশের সকল তারায়
বালসানো ঝুপ-রস বুকে বুকে ত্বক্ষা বাড়ায়
সকলেই সব বোঝে আলেয়ারা আলো নয়
বিশ্বাস কুড়ে খায় এই আলো ভালো নয়
তরুও নেশার ঘোরে অজানা তৃষ্ণি পেতে
মেতে আছে তার পিছে সকল জনে

কালো মেঘ শাদা হবে কাশবনে ছড়াবে মায়া
ঝিরিঝিরি দোলা এসে মনে দেবে বটের ছায়া
হেষ্ট মুছে দেবে চৈতালী ঝক্কতা
গড়ে দেবে জীবনে নতুন এক সখ্যতা
আজ তবে বন্ধু চলে এসো কাছাকাছি
হাতে হাত রাখো এসো স্বপ্নীল মায়াবী ক্ষণে ।

জীবনমুক্তী গান

মনের মাঝে ভালবাসার
গোলাপ যখন ফোটে
ঘোর কুয়াশা মেঘের পাহাড়
ফুঁড়েই সুরক্ষা ওঠে

নদীর চলা সাগর পানে
মনের আবেগ পাখির গানে
আমিই শুধু আঙ্কা পথিক
গানের স্বপন মিছেই আমার
সুর ভাসেনা ঠোটে

মনের আকাশ মেঘলা আমার
জোসনা গেছে ঢেকে
তারার নদী অভিমানি
বইছে একে বেংকে

ছন্দ ফুলের গন্ধ পেতে
তোমার কাছে দাও গো যেতে
তোমার সুরেই মন উত্তলা
সুখ পাখিটা উড়াল দিয়ে
ছায়া ফেলে ছোটে ।

২২.০৪.০৭

সুর: আবদুল শাকুর তুহিন
এ্যালবাম: হৃদয়পুরের গীতি

হৃদয় বাণিজ সুর ১১৭ মাইক্রোফুজ্জুর রহমান আবদ্দ

বৈশাখী গান

এই জীবনে একটা বোশেখ চাই
যে বোশেখে মিথ্যে কালো ধৰংস করে
যে বোশেখে নিত্য নতুন স্বপ্ন গড়ে
কালো টাকা ধাপ্লাবাজি কারোর সাথেই নাই

জীবন যখন ছন্দ হারায় চলার পথে
কিংবা যখন মন্দ ছড়ায় ভালোর সাথে
কালবোশেখী ঝাপটা মেরে দেয় শুড়িয়ে মনগুলো
আনতে সুনিন- ছন্দগুলো
জীবন মাঠে খরার তাপে তেমন বোশেখ চাই

শীতের শেষে ফাণন এসে স্বপ্ন দেখায় ডালে
চৈতালীতে মনটা উদাস কান্না নদী খালে

জীবন খালে রোল উঠেছে বাঁচাও বাঁচাও আজ
স্বপ্নগুলো মলিন হলো ভাঙলো কারুকাজ
গড়তে হলে নতুন জীবন কিংবা ঠেলে নতুন পথের চাকা
আশার ছবি আঁকা
সোনার দেশে সোনার মানুষ সোনার ফসল চাই ।

ছড়াগান

পড়া এবং পড়া
শব্দটা যে কড়া

আম্বু আমার বুঝেনা ছাই
কিসে আমি সুখ খুঁজে পাই
বইয়ের পাতা দেখলে আমার
চোখটা ছানাবড়া

অংক দেখে জুর আসে আর
ইংরেজি না বুঝি
ভূগোলটা যে বেশ পঁয়াচানো
বাংলা ছড়া খুঁজি
স্যারের ভয়ে বুকটা কাঁপে
মেজাজ ভীষণ কড়া

লেবু গাছের টুন্টুনিটা
থাকছে কত সুখে
অংক ভূগোল ইংরেজি নেই
গান ছড়া তার মুখে

আমি যদি পাখি হতাম
উড়ে যেতাম দুরে
বিশ্বটাকে ঘুরে নিতাম
পাতায় ফুলে দিন কাটাতাম
লাগতো না আর পড়া ।

ছড়াগান

ফুলের সুবাস বাগান জুড়ে
স্বপ্নদেশে কুঁড়ি
সামনে যাবো সফল হবো
উড়াই ইচ্ছে ঘূঁড়ি

প্রেম দরিয়ায় কোকিল কৃত
যায় পালিয়ে কাক
বড় হবার স্বপ্ন নিয়ে
উড়াল দেবার ডাক
সে ডাক পেয়ে স্বপ্ন মেখে
নীল আকাশে উড়ি

মুক্তি আলোর হাতছানিতে
মন সাগরে টেউ
সবাই এসো একসাথে যাই
বাদ যাবেনা কেউ
ফুল বাগানে সবাই এসো
নতুন পুরান কুঁড়ি ।

ছড়াগান

পাতার ভেতর ফুল লুকিয়ে
ফুলের ভেতর পাতা
গাছটা যেনো উদাস বাউল
আগলে রাখা ছাতা

পাখির আবাস কিচির মিচির
নৃপুর পায়ে বায়ু
ঝি সুবাস মন্টা কাড়ে
যায় বেড়ে যায় আয়ু
ছায়ার মায়ায় যায় মিলিয়ে
জীবন হিসেব খাতা

চর্তুদিকে সবুজ ফসল মাঠ
অনেক দূরে শেওড়া নদীর ঘাট
কাঠফাটা রোদ উদাস দৃপুর
বাঁশের বাঁশির একটানা সুর
ক্লান্ত কিষাণ রাখাল বালক
বকের সারি শুভ পালক
তারই ফাঁকে শোকর জানায়
সিজদানত পাতা

আমরা মানুষ সবার সেরা
ইচ্ছে মতোই চলা ফেরা
ইচ্ছে মতোই জীবন যাপন
সবাই সেবক সবাই আপন
থাকতে সময় কাজ করে নেই
মিলাই হিসেব খাতা ।

ছড়াগান

ঝড় উঠেছে ঝড়
আম কুড়ানির হৈ হৈ রৈ
বালতি খাঁচা বশাটা কই
কাঁচা আমের গন্ধ আসে
জিভ সাগরে জোয়ার ভাসে
ডালশুলো মড়মড়
ঝড় উঠেছে ঝড়

চৈতি হাওয়া কাল বোশেখী
মাতম তোলে গাছে
চুপচি ঘরে থাকবে বসে
এমন কে আর আছে!
মন বাগানে নতুন আমেজ
বুক করে ধড়ফড়
ঝড় উঠেছে ঝড়

বাঁশ বাগানে বকের ছানা
পাগলা ঝড়ে ভেংগে ডানা
জুকরে কাঁদে বাঁচাও আমায়
কেইবা আছে কান্না থামায়
খড়কুড়োনি চমকে ওঠে
নতুন বালু চর
ঝড় উঠেছে ঝড় ।

ছড়াগান

পড়ার সময় পড়া আর
লেখার সময় লেখা
নিয়মনীতি মানলে পাব
সফলতার দেখা

খেলার সময় খেলা আর
খাওয়ার সময় খাওয়া
সঠিক সময় হতে হবে
সঠিকভাবে নাওয়া
আবৰা আম্বার কথা শোনা
দীন দুনিয়া শেখা

নামাজ পড়ার সময় হলে
মসজিদে যাওয়া
কুরান হাদীস পড়তে হবে
লাগবে জ্ঞানের হাওয়া
তবেই মোরা চিনতে পাব
কোনটা সরল রেখা ।

১৫ ০২ ১৯৪

সুর: মাহফুজ্জুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: ডাক দিয়ে যাই
সমস্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হৃদয় বাঁশির সুর ১২৩ মাহফুজ্জুর রহমান আখন্দ

আঞ্চলিক গান

এ বিলু - উংক্যা উটি অয়া আছু ক্যা
লয়া জামার বাড়িত যামু
খরচ্যা পাতি সাজন লিমু
ভাউড়া লিয়া যাবু ন্যা

হ হ যামুই তো হ

তা'লে উংক্যা উটি অয়া আছু ক্যা
কি কি লিমু কন না ক্যা
কি কি লিমু কন
ক্যাংকা গাড়ি ঠিক করমু
যামুই বা কয় জন

মহাস্থানের কটকটি লে
মহররমের দই
আকবরিয়ার মিষ্টি লিবু
খাউড়া বিলের কই
ইলশা মাশুর দুইটা খাশি
পান সুপারী লিবু ন্যা

হ লিমুই তো হ
তা'লে উংক্যা উটি অয়া আছু ক্যা

বিড়া দশেক পান লিয়া লে
ফন্তে আলীত থাক্যা
কেজি দুয়েক লে সুপারি
ভালো ভালো দেখ্যা
বিয়ান বিয়ার শুঙ্গি শাড়ি
চিনি স্যামাই লিবু ন্যা ?

হ, হ, লিমুই তো হ
তা'লেউংক্যা উটি অয়া আছু ক্যা ।

০১ ১২ ০৮

সুর : মাহফুজুর রহমান আখন্দ

হন্দয় বাণিজ সুর ১২৪ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

www.pathagar.com

আংশিক গান

হাল জুরব্যার সময় হচেরে
নাঞ্জল গুরু লিয়া চ
মাচের ভস্তা দিয়া পাস্তা খামো
তোর চাটিক যায়া ক

ককন আখান দিচে
নমাজ ব্যান হয়া গ্যালো শুরু
হামি মজিদিত গেনু
বিল্লু তুই বার করে লে গৱু
শুকু যাচে হাল লিয়া দ্যাক
গৱুক কচে ডান বাঁও হ

বাশেত থোপের মদে
পাকি চিগর্যা চিগরি করে
মুগরির ঘরার মদে
মোরকট্যা ললি ফাট্যা মরে
তুরকেরে নিন ভাঁগে না ক্যা
আর একটা আত লাগবি নাকি ক

ক্যারে অপির মাও
তুইও ক্যা উঁক্যা আলস্যা হলু
ব্যায়না উট্যা পানতা দিবু
আগা আভেরে কয়া থুলু
অপিক শপিক টপ কর্যা পট
নমাজত যাওয়া লাগবি চ

২৬ ঠো ১৬

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: জেগে ওঠো
অভিযান শিল্পী গোষ্ঠী, বঙ্গড়া

আঞ্চলিক গান

এ বিল্লু চ মাচ মারব্যার যাই
ট্যাংরা সাত্যান গচি মাঞ্চুর
যদিল কিছু পাই
রে বিলু চ মাচ মারব্যার যাই

হামি লিমু তৌরা
আর তুই লি একখান পলি
শুকটু মিয়াক ডাক দিয়া ক
ধরবি হিনি খলি
সমান কর্যা ভাগ করমুনি
সগলি তো হামরাই

ছপ ছপা ছপ মারমু পলি
তৌরা ছৱাত কর্যা
হিডিস হিডিস টান পরলে
ডুবদ্যা লিমু ধর্যা
টপ টপা টপ ভাজ্যা খামো
যদিল কই মাচ পাই

করত্যা লদিত মাচ না হলে
মহাস্তানত যামো
সগলি মিল্যা ফুর্তি কর্যা কটকট্যা খামো
বাগো পারার দই খিল্যামু
অয়ার সময় নাই ।

১২ ০৭ ৯৪

সুর: মাহফুজুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: স্বপ্নীল করতোয়া
সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

হন্দয় বাঁশির সুর ১২৬ মাহফুজুর রহমান আখন্দ

আঞ্চলিক গান

মুই বসে থাকিম বারিতে
আর যাবানম গোয়েন্দাগিরিতে
গোয়েন্দাগিরিত যায়া যায়া
জীবনের আর নাই যে যায়া
ককন কুনটি মরে থাকিম
লাশ তুলবে গাড়িতে

ওড মাস্টারি চাকরি কললুম
সারা জীবন ধর্যা
অকাম টকাম যত আচে
সগি গেলুম কর্যা
বাহে পাচখান বছর ফেল কচচম
চ্যাকা খাচম মেষ্টিকে

দোন্তহেরে কতা শুন্যা
মান্তানী কচচোম
সেই জন্য জীবনে মুই
এ্যংকা মচচম
ও বাহে কোরান পরা শিকিম একন
টান দিবানম বিরিতে ।

১১ ০৩ ৯২

সুর: মাহফুজ্জুর রহমান আখন্দ
এ্যালবাম: স্বপ্নীল করতোয়া
সমস্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ

কল্য বাঁশির সুর ১২৭ মাহফুজ্জুর রহমান আখন্দ

আঞ্চলিক গান

সার চাউল আৱ ত্যালেৱ জন্মে
দ্যাশেৱ মানুষ মৱিচ্ছে
ও দ্যাশেৱ জনগণ
নেতা নেত্ৰী মন্ত্ৰিৱ্যা সব
ট্যাকাৰ পাহাৰ গৱিচ্ছে

চাৰী ভাইৱ্যা চুপস্যা গ্যাচে
ইৱিৱ আবাদ কৱ্যা
চাউল কিনবি ন্যা ভিয়ত দিবি সার
চিন্যাত সগলি মৱিচ্ছে

চিগৱ্যা ডুংকেৱ কি হবি আৱ
দুঃকেৱ কতা কয্যা
বৰো বাবুৱ্যা কানত লিবিলয়
থাকপি খালি অয়া

চাৰা ভূষাৱ দুঃক কস্ট
কেউই বুজব্যাল্লয়
চিগৱ্যা খালি হামাকেৱে
গালা হবি খয়
তাই আল্লাৱ কাচে বিচাৱ দিমু
চোকেৱ পানি পৱিচ্ছে ।

১২ ০৪ ৯৫

সুর: মাহফুজুৱ রহমান আখন্দ

হনয় বঁশিৰ সুৱ ১২৮ মাহফুজুৱ রহমান আখন্দ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশিষ্ট কবি ও সংস্কৃতিপ্রেমী মাহফুজুর রহমান আখন্দ-এর ‘হৃদয় বাঁশির সুর’ শিরোনামে একটি গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গীত ও সংস্কৃতিচর্চার প্রেক্ষাপটে এটা নিঃসন্দেহে একটি শুভ উদ্যোগ। নানা ধরনের নানা বিষয়ে ১২০ টি গানের সংকলন এ বইটি নানা কারণে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে মানসম্মত ভালো গানের অভাব যখন প্রকট হয়ে উঠছে, তখন এই ধরনের একটি গীতিসংকলন আশাকরি আমাদের গানের জগতে অবশ্যই একটি প্রাণবান ঐশ্বর্যস্বরূপ গৃহীত ও বিবেচিত হবে। বেশি কথা বলবার নেই, বইটি হাতে পেলে বিদ্ধ পাঠক নিজেই সানন্দে উপলব্ধি করবেন, গানগুলির মূল্য ও মান প্রকৃতই কতটা শিল্পসম্মত এবং সত্যই কতখানি অকৃত্রিম প্রাণরসে সিঞ্চ ও নান্দনিকতায় সুরভিত।

আমি নিজে একদা গান লেখায় কথকিপঞ্চিৎ নিবিষ্ট ও উৎসাহী ছিলাম; আমার কিছু গান অল্লাধিক জনপ্রিয়ও হয়েছিল। অবশ্য আজ যদিও আমার অবস্থান গান থেকে বহু দূরবর্তী, কিন্তু সেই পুরাতন অধিকার থেকে ডষ্টের আখন্দ-এর গানগুলি নিয়ে দু'একটি কথা বলা বোধ হয় একেবারে অসংগত হবে না। কোন সন্দেহ নেই, গান লেখা অনেকের কাছেই একটি লম্বু বিষয়, যে কারণে ভালো গানের অভাব যেমন ত্রুমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, নান্দনিক বোধসম্পন্ন গীতিকারের সমূহ অভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছে। জীবনানন্দ একদা বলেছিলেন, ‘সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।’ এই কথার অনুসরণে আমরাও বলতে পারি, গান যারা লেখেন তারা সকলেই গীতিকার নয়, কেউ কেউ মাত্র নান্দনিক চেতনাসমৃদ্ধ গীতিকার। বস্তুত, উৎকৃষ্ট গান রচনার জন্য তিনটি বিষয় একান্তভাবে আবশ্যিক: প্রগাঢ় কল্পনাশক্তি, পরিমিত আবেগ এবং ছন্দের উপর যথোচিত প্রভৃতি। বলতে লুক্ষ হই, অধ্যাপক আখন্দ- এর রচনাশৈলীর মধ্যে এই তিনটি গুণই বর্তমান, যা তাঁর গানকে নান্দনিক সুষমায় ঝন্দ-সমৃদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী করেছে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর; আল্লাহ পাক মাহফুজুর রহমান আখন্দ-কে প্রিয়জনে গ্রহণ করুন এবং আশাতীত সাফল্য দান করুন, এই শুভকামনাসহ-

আবু জাফর

১০৯, এস বি রোড

কুষ্টিয়া

নভেম্বর, ১৫. ২০১২